বাঙ্গালীর কথা।

বাঙ্গালীর কথা ।

একাঙ্ক নাটিকা ।

প্রকাশক- শ্রী(মনোমোহন)চট্টোপাধ্যায়

কুন্তলীন প্রেস,
৬১ ও ৬২নং বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা ;
শ্রীপূর্ণচন্দ্র দাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

সন ১৩২০ সাল।

পুরুষ।

শ্রীকৃষ্ণ।

ব্রহ্মা।

ইন্দ্র।

চন্দ্র।

পবন।

অনল।

কার্ত্তিক।

মদন।

দৌবারিকদ্বয়।

সভাদূত—প্রভৃতি দেবগণ।

ঈশ্বরচন্দ্র।

বঙ্কিমচন্দ্র।

হেমচন্দ্র।

মধুসূদন—জীবাত্মাগণ।

স্ত্রী।

শচী।

দেবসেনা।

রতি।

তিলোত্তমা—দেবীগণ।

বঙ্গলক্ষ্মী।

জলবালা ও বঙ্গবালাগণ।

বাঙ্গালীর কথা।

প্রথম দৃশ্য।

স্বর্গদেশ—নদীতীরস্থ প্রান্তর।

ঈশ্বরচন্দ্র বঙ্কিমচন্দ্র হেমচন্দ্র ও মধুসূদন আসীন।

ঈশ্বর—দেখ সকল কষ্টই বুঝি আমাদের বৃথা হল। কত পরিশ্রম করে কত যত্নে যে বঙ্গদেশে আমি জ্ঞান-তরুর রোপণ করেছিলাম, তা তোমাদের আর কি বলব, তোমাদের নিকট সে সকল কথা কিছুই অবিদিত নাই। দেশ দেশান্তর হতে বহুমূল্য জ্ঞান-তরুমূল সকল সংগ্রহ করে এনে সারা বঙ্গদেশে রোপণ করেছিলাম। পুণ্যময়ী তরঙ্গিনীচয়ের পূতবারিধারা সকাল সন্ধ্যায় তাহাতে স্বহস্তে সেচন করতেম। ক্রমে সে মূল সকলে অঙ্কুর উদ্গম হল, যথাকালে সেই অঙ্কুর সকল সুমহান বৃক্ষরাজিতে পরিণত হ'ল। পরে সুসময়ে সুশোভন পত্র-পুষ্প-ফলে সেই তরুদলকে সমলঙ্কৃত দেখে আমি সকল কষ্ট বিস্মৃত হলেম। মনে করলেম হতভাগ্য বঙ্গবাসী, এই সকল বৃক্ষতলে সুখোপবেশন পূর্ব্বক অমৃতোপম ফল সকল আহার করে নব বল সঞ্চয় করবে, আর সতী সাধ্বী বঙ্গললনাগণ এই পত্র পুষ্পে স্বীয় স্বীয় অপরূপ সৌন্দর্য্যের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করবেন। মনে করেছিলাম নববলদৃপ্ত বাঙ্গালী

কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবৃত্ত হয়ে আবার প্রাচ্য দেশকে নবমহিমায় মণ্ডিত করবে, আবার বঙ্গসুন্দরীর সুবাস খ্যাতি পৃথিবীময় পরিব্যাপ্ত হবে। হায় আমার সে আশালতা অঙ্কুরেই বিনষ্ট হল। বাঙ্গালী এই সকল বৃক্ষ-তলদেশে আসে বটে, বৃক্ষচ্যুত ফল সকলও আহার করে বটে, কিন্তু তদনন্তর স্থানুবৎ একস্থানে উপবেশন পূর্ব্বক কেবল চর্ব্বিত চর্ব্বণ করে সময় অতিবাহিত করে। আর গৃহলক্ষীরা তো এই সকল বৃক্ষতলে আসা দোষেরি কথা বিবেচনা করেন, যাঁরাও বা আসেন, এই পত্র পুষ্পে নিজ সৌন্দর্য্য সমলঙ্কৃত করা দূরে থাকুক, তাঁরা মনে করেন তাঁদের সৌন্দর্য্যেই বুঝি এই সকল পত্র পুষ্প শোভার আধার হইয়াছে। হায় জীবনের একমাত্র লক্ষ্য কি তবে বৃথা হবে, বাঙ্গালী কি জ্ঞানসঞ্চয় করে বলী হতে পারবে না!

হেমচন্দ্র—বোধ তো হয় না যে বাঙ্গালী কখনো স্বপ্নরাজ্যে পরি-ভ্রমণের প্রলোভন পরিত্যাগ করে কঠিন কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করতে প্রবৃত্ত হবে। বাঙ্গালীর এই দুর্ব্বলতা আমি বহুপূর্ব্বে অনুভব করে-ছিলেম, তাই হৃদয়ের দুঃখে জ্বালাময়ী স্রোতে ভারতসঙ্গীত বিরচিত করেছিলেম। তাই তার পর তাদের হৃদয় মধ্যে প্রবিষ্ট হয়ে হৃদয়-তন্ত্রীকে আলোড়িত করবার জন্য প্রণয়প্লুত মধুর পদাবলীর গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে স্বদেশ রাগ সংগ্রথিত করেছিলেম। কিন্তু সে সকল কথা বাঙ্গালীর হৃদয়ে প্রবেশ করে না, বোধ হয় বাঙ্গালী হৃদয়হীন।

মধুসূদন—না না তা নয়, বাঙ্গালী হৃদয়হীন নয়, বাঙ্গালী কি জানেন, বাঙ্গালী মানুষ সুথ। এমেরিকার সুথেরা পশু, ভারতবর্ষের সুথেরা মানুষ, তাও আবার আশ্চর্য্য সুথ। আহারে বিহারে, শয়নে

স্বপনে, বাঙ্গালীর সুখত্বের পরিচয় পাবেন না। যখন সময় স্রোতের ঘাত প্রতিঘাতে ভাব রাজ্যে নব নব ভাবের সম্মুদয় হতে থাকে, বাঙ্গালী তোতার মত কথাগুলি সংগ্রহ করে লয়ে সুখের মত সে দেশে বিচরণ কবে। আমি যখন প্রথমে অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রচার করি, মনে করেছিলেম হৃদয়হীন বাঙ্গালী আমার এ প্রাণান্ত পরিশ্রমের আদর করবে কি? কিন্তু আশ্চর্য্যের কথা, বাঙ্গালী সেই অদ্ভুত কবিতাকে অতীব আদরে গ্রহণ করলেন, কিন্তু ঐ পর্য্যন্ত, বাঙ্গালীর আদরও ঐ কথায়। যে বীরোচিত গুণাবলীর উন্মেষ অমিত্রাক্ষরী ছন্দের প্রধান আকাঙ্ক্ষা, তার পরিচয় বাঙ্গালীর কেবলমাত্র কথায়, কার্য্যে নয়। ঠিক যেন যাত্রার দলের ভীম অমিত্রাক্ষরী ছন্দে বক্তৃতা সমাপন করে সাজঘরে গিয়ে তামাক খেতে বসেন—তদ্রূপ ঐ অমিত্রাক্ষরী ছন্দের আদর বাঙ্গালীর একটী অভিনয় মাত্র। বাক্যবিশারদ বাঙ্গালী বাক্যটুকু ছাড়া একটী সুখ মাত্র।

বঙ্কিমচন্দ্র—আহা বাঙ্গালীকে আপনারা দোষ দিবেন না। সহস্র বর্ষ ব্যাপী অধীনতার ফলে, সহস্র বর্ষাধিক পরহস্ত পরিচালিত হয়ে, বাঙ্গালী আত্মনির্ভরতা বিস্মৃত হয়েছে। বাঙ্গালী হৃদয় হীন নয়, বাঙ্গালী সুখও নয়, বাঙ্গালী পর—নির্ভর দাস মাত্র। সুধু বাঙ্গালী কেন সমগ্র হিন্দুস্থানই এখন পরমুখাপেক্ষী দাস মাত্র। তার দরূণ দোষ যদি কাকেও দিতে হয় তো অদৃষ্টকে দিন, বাঙ্গালীকে দিবেন না। বাঙ্গালী শাস্ত্র মানে না, বাঙ্গালী অবস্থা বিবেচনা করে না, পরহস্ত ক্রীড়নক পুত্তলীবৎ বাঙ্গালী সংসারে বিচরণ করে মাত্র। কে এই হিন্দুর দেশে এই অবশ্য-পতন সম্ভাবী ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন করেন! উত্তর নিয়তি, অদৃষ্ট। এমন এক

দিন ছিল যখন হিন্দু সভ্যতার চরম সোপানে সমুপস্থিত হয়েছিল। যখন হিন্দুর যান মেঘপটল ভেদ করে নিমেষ মাত্র সময়ে গন্তব্য পথে গমনাগমন করত *। যখন হিন্দু সমর নিহত শূরগণকে পুনর্জ্জীবীত করতে পারত+। যখন ধ্যান মাত্রে তারা এই বিপুল বিশ্বের তাবৎ বৃত্তান্ত অবগত হতে পারত ‡। যখন হিন্দুরা সমুদ্র শোষণ ও সমুদ্রবন্ধন করতে পারত ¶। অগ্নির স্থষ্টি করতে পারত ||, অত্যুঙ্গ গিরি রাজের দর্প চূর্ণ করে তাকে সামান্য প্রস্তরস্তূপে পরিণত করতে পারত §। ফলে এক সময়ে ক্ষিত্যপ-তেজ মরূৎ ব্যোম তাদের আজ্ঞাবাহি হয়ে ছিল, জলে স্থলে অন্তঃরীক্ষে তাদের অসীম প্রতাপ অব্যাহত হয়েছিল। দোর্দ্দণ্ড প্রতাপশালী উদ্দাম পুরুষেরা স্থির করেছিলেন, আমিই সেই, সোহং, স্রষ্টা আবার কে, সেই-ই আমি **। একজন ত আর একটী পৃথিবীই স্থষ্টি করতে উদ্যোগী হয়েছিলেন ††। কিন্তু এত করেও তাঁরা দেখলেন যে লয়ের বিনাশ নাই, লয় স্থগিত থাকে মাত্র অধিগত হয় না। কালে অসীম ক্ষমতাও নির্জীব হয়, বিপুল সমুদ্রও বিশুষ্ক হয় ‡‡ অভ্রভেদী গিরিরাজীও সমতলে

---

* ইন্দ্রের পুষ্পক, নলের রথ, মেঘনাদের যান প্রভৃতি।

\+ শুক্রাচার্য্য মৃত সঞ্জীবনী মন্ত্রে মৃত অসুরগণকে পুনর্জ্জীবীত করতেন। ভরদ্বাজ প্রভৃতিরও এই বিদ্যা অধিগত ছিল।

‡ প্রায় সকল ঋষিই পারতেন, এমন কি রাক্ষসেরাও পারত।

¶ অগস্ত্য সমুদ্র শোষণ করেছিলেন, রামচন্দ্র সমুদ্র বন্ধন করেছিলেন, ইঞ্জিনিয়ার নল তাহার তত্বাবধারক।

|| মহাদেবের আগুনে মদন ভস্ম হন, কপিলের অগ্নিতে সগর বংশ ধ্বংশ হয়, নলরাজ নিজ অগ্নিতে রন্ধনাদি করতেন।

§ ইহাও অগস্ত্য দেবের কীর্ত্তি, বিন্ধ্য পর্ব্বতকে ভাঙ্গিয়া ফেলেন।

** শ্রীকৃষ্ণ বুদ্ধ এবং শঙ্কর সকলেই নিজেকে ঈশ্বর স্বরূপ বলে স্বীকার করতেন।

†† বিশ্বামিত্র।

‡‡ ভারতবর্ষই তাহার উদাহরণ, এক সময়ে হিমালয়ের পাদতলে সমুদ্র প্রবহমান ছিল।

পরিণত হয় ¶¶। তবে প্রকৃতির উপর প্রাধান্য লাভ করাতেই বা ফল কি? এসো লয় জয় করা যাক। যিনি মৃত্যুকে জয় করেছেন তিনি মহাদেব। চৈতন্য পঞ্চভূতের সমষ্টি মাত্র। সেই পঞ্চভূত থেকে চৈতন্যকে পৃথক করে এসো সেই মহাচৈতন্য পদে লীন হই। এসো প্রাণ অপাণ ব্যাণ সমাণ উদাণকে সহস্র দলজারে কেন্দ্রীভূত করে, সমাধী দ্বারা মন্থন করি, পরে পৃথকীকৃত চৈতন্যকে রন্ধ্রপথে মহাচৈতন্যের সমীপে প্রেরণ করব, তখন মৃত্যু কোথায় থাকবে? জড় সংস্পর্শ শূন্য চৈতন্য মাত্র মৃত্যু জয় করে অনন্তকাল বিরাজ করবে। চিরপ্রবহমান অনন্ত বায়ুপথে বিচরণ করতঃ অনন্ত আনন্দ উপভোগ করবে ||||। এই উদ্দাম আকাঙ্ক্ষা ক্রমে হিন্দু-হৃদয়ে প্রতিষ্ঠা লাভ করল, তার ফলে এক অদ্ভুত ক্রিয়ার সৃষ্টি, নাম তার তন্ত্র ধর্ম্ম, এই বঙ্গদেশেই তার সমধিক শক্তিলাভ হয়। তখন হিন্দু পণ্ডিত উপদেশ দিতে লাগলেন, "আত্মানং সততং রক্ষেৎ, ধনৈরপি দারৈরপি" §§। ক্ষুদ্র মানব প্রায় দেবত্বে সন্তুষ্ট হলেন না, দেবতাদেরো অধিক হতে যত্ন করলেন, সুতরাং শীঘ্রই দানবে পরিণত হলেন। দেবতারাও স্ত্রী দিয়া প্রাণরক্ষা করা কর্ত্তব্য মনে করেন না, মানুষেরা তাহা পারেই না, কিন্তু দানবেরা তাহা অতি সহজে পারে; হিন্দুর দেশে সেই দানবের ধর্ম্ম প্রচার হ'তে লাগল। ফলে এখনকার এই অবস্থা। দানবের মত হিন্দুর দেশে শাস্ত্রাদিরো অযৌক্তিক অর্থ প্রচার হতে লাগল। অমানুষিক তান্ত্রিক প্রক্রিয়া সকল আবিষ্কার হতে লাগল। কর্ত্তব্য পথ

¶¶ পামীর এক্ষণে সমতল ক্ষেত্র মাত্র।

|||| পাঠকগণ সাবধান এ চেষ্টা করবেন না, প্রক্রিয়া সহজ হইলেও ফল লাভ বড় কঠিন, সুতরাং সর্ব্বথা পরিত্যাজ্য।

§§। চাণক্য পণ্ডিত।

পরিভ্রষ্ট হয়ে লোকাচারে লোকের মতি গতি হল। দোষ বাঙ্গালীর নয়, দোষ অদৃষ্টের।

ঈশ্বর—সকলি বুঝি বঙ্কিম, কিন্তু হৃদয় তো শান্ত হয় না। লোকাচার চালিত ধর্ম্মভ্রষ্ট বাঙ্গালীর মধ্যে আবার সনাতন ধর্ম্মের পুনঃ প্রচলনের উদ্দেশ্যেই আমার শিক্ষা বিস্তারের চেষ্টা। সে চেষ্টার যে আদৌ সফলতা পাই নাই তাহা তো নয়, ভগবান প্রসাদে শিক্ষার আদর ও প্রসার আজি বঙ্গের সর্ব্বত্রে। কিন্তু তারা শিক্ষার সদ্ব্যবহার করে না কেন ?

মধু—তাই তো বঙ্কিম বাবু বল্লেন বাঙ্গালীরা সব ক'রেকর্ম্মে ঠেকে শিখেছে, যে কিছুই কিছু নয়; শেষ তো সেই লয়, সুতরাং কিছুই কিছু নয়। তাই বাঙ্গালীরা "শেষের সেই দিন" স্মরণ করে নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে আছে। কবে সেই দিন আসবে বাঙ্গালী সকল জ্বালা জুড়াবে। এই পৃথিবী যেন বাঙ্গালীর কাছে একটী ছায়া বাজী, নিশার-স্বপন, সুতরাং কেবল নিদ্রার প্রয়োজন। তবে যে ঐ একটু আধটু কাজ কর্ম্ম কোথাও কোথাও দেখতে পান, সে বাবুরা ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে দেয়ালা করেন।

হেম—বাঙ্গালীর যে একেবারে কিছু নাই, তা নয়; বাঙ্গালীর অবশ্য রাজা নাই—রাজত্ব নাই, বাঙ্গালীর বেসাত নাই—বাণিজ্য নাই, বাঙ্গালীর রেল নাই—জাহাজ নাই, কিন্তু তবুও বাঙ্গালীর ঢের আছে, কেন না বাঙ্গালীর আছে প্রণয়। বাঙ্গালীর ঢাল নাই খাঁড়া নাই কিন্তু তবুও বাঙ্গালী নিধিরাম সর্দ্দার—সুধু প্রণয়ের জোরে। যা হোক করে ভাতে ভাত খেয়ে দিনটী কাটিয়ে দিতে পারলেই হল, রাত্রে ছাতে শুয়ে বাঙ্গালী চাঁদখেতে আরম্ভ করলেন। বাঙ্গালীর প্রণয়ঝঙ্কারে আসমুদ্র

হিমাচল প্রকম্পিত। এত পরিশ্রম করলেম, কই সেই প্রণয়তরঙ্গও তো কর্ম্মপথে প্রবাহিত করতে পারলেম না।

বঙ্কিম—আমাদের পরিশ্রম ও কেবল কথায় হয়েছে, বাঙ্গালী কিন্তু কথা চায় না—কাজ চায়। বিতাড়িত বিমুগ্ধ মূক মেষশাবকবৎ বাঙ্গালী কেবল পশ্চাদনুসরণ মাত্র করতে প্রস্তুত, নূতন পথে চলতে আদৌ প্রবৃত্ত নহে। অবশ্য চেষ্টার আমিও ত্রুটী করি নাই *। বাঙ্গালী মৎপ্রণীত গ্রন্থাদি অতি যত্নসহকারে পাঠ ক'রে—প্রচুর উত্তেজনায় দিশেহারা হয়, পরে স্নানাহার করলেই সকল ঠাণ্ডা হয়ে যায়। তবে আপনিও যদি নূতন পথের পথিক হতে পারেন তো বাঙ্গালী নিশ্চয়ই আপনার অনুগমন করবে।

মধু—তা আর এখন কি করে হয়। বহুকষ্টে এ সোনার দেশে আসা গেছে, হেথায় অমৃতকুণ্ডে মুখ ধোয়া যাচ্চে, শুভ্র হিরকচূর্ণে দাঁত মাজা যাচ্চে। হেথায় কনক বরণ রবির কিরণ দেশে দেশে হাসে, হেথায় ধীর সমীরে নিরব যামিনী শুভ্র জ্যোৎস্নায় ভাসে। এসব সুখ সৌন্দর্য্য ত্যাগ করে, আবার ঐ হাহাকারের দেশে যাওয়া—তা কি করে হয়।

হেম—তাও বটে, বিশেষ আমরাও তো বাঙ্গালী, নূতন পথ প্রবর্ত্তন করবার ক্ষমতাই বা আমাদের কই, বাবা বুড়ো হয়ে—কানা হয়ে মলুম একটী লোকেরও মন ফিরাতে পারলুম না। আমাদের দ্বারা কি হবে।

বঙ্কিম—ঠিক কথা আমাদের দ্বারা কিছু হবে না। তবে চলুন আমাদের দুঃখকাহিনী ইন্দ্র চন্দ্র কুবের বরূণ সমীপে নিবেদন করিগে। দেব হৃদয় দয়ায় পূর্ণ, তাঁরা নিশ্চয়ই ইহার বিহিত প্রতীকার করবেন।

* বঙ্কিমবাবুর পরিশ্রমের পরিচয় গ্রন্থকার কর্ত্তৃক "বঙ্কিম সমালোচনায়" দ্রষ্টব্য।

হিন্দুধর্ম্মের সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুর নাম পর্য্যন্ত লোপ হতে বসেছে, বাঙ্গালী তো পৃথিবীর মধ্যে অতি হেয়জাতি হয়ে পড়েছে। জ্ঞানবল বলুন, বাহুবল বলুন, ধর্ম্মবল বলুন, অর্থবল বলুন, দৈব বলের কাছে কিছু নয়; আসুন সেই দৈববল বাঙ্গালীর উপকারে পাঠাবার চেষ্টা করা যাক, তাহা হইলে বাঙ্গালীর পুনরুত্থান অবশ্যম্ভাবী।

ঈশ্বর—চল তবে দেবসভায় যাওয়া যাক। রাজদর্শনও হবে, দুঃখের আবেদনও হবে, যদি অদৃষ্টে থাকে, যদি বাঙ্গালীর ভাগ্য সুপ্রসন্ন হয়ে থাকে, তবে দেবকৃপা লাভে নিশ্চয়ই আমরা সমর্থ হব। এসো এই পথে যাওয়া যাক।

সকলে—চলুন।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

স্বর্গ পথ—রাজ-তোরণ।

প্রহরিদ্বয় আসীন।

১ম প্রহরি—কি দাদা আজ যে এসে অবধি বড় হাসি হাসি মুখ দেখতে পাচ্চি।

২য় প্রহরি—আর ভায়া কাল একটী প্রকাণ্ড কৌতুককর কাণ্ড সংঘটিত হয়ে গেছে।

১ম প্রঃ—কি কি—কি কাণ্ড দাদা।

২য় প্রঃ—আরে কাল রাজসভায় কিন্নর গীত হবার কথা ছিল কিনা তাই প্রাতে যখন গৃহত্যাগ করে আসি গৃহিণী বল্লেন তুমি একটু

সকালকরে এসো তোমাকে খাইয়ে দাইয়ে তবে আমি গান শুনতে যাবো। আমি তো বলে এলেম যে আমার জন্যে অপেক্ষা করবার প্রয়োজন নাই, আহারাদি প্রস্তুত রেখে তোমরা গান শুনতে যেয়ো। অবশ্য গৃহিণী গান শুনতে গেছলেন বটে, কিন্তু ছেলেটীকে বড় ভালবাসি কিনা তাই বাড়ী গিয়ে তাকে দেখতে না পেলে ক্ষুণ্ণ হব বিবেচনা করে গিন্নি তাঁর কনিষ্ঠ ভাইটিকে সঙ্গে দিয়ে ছেলেটিকে সন্ধ্যার সময় বাড়ী পাঠিয়ে দিয়েছেন। আমি এদিকে এখানথেকে ছুটী পেয়ে বাড়ী যাচ্ছি না দেখি রকে বসে অমরক আর জিতেশ্বর দাবা খেলচেন। বার বার পরাস্ত হয়ে জিতেশ্বর কিছু কুণ্ঠিৎ হয়ে পড়েছেন, আর অমরকের দম্ভ দেখে কে। আমি ভায়া বসে গেলেম। একে একে ৫টী বার অমরককে গজচক্র করা গেলো। হুসনেই যে কত রাত হয়ে পড়েছে। যখন অমরকপত্নী ডাকতে এলেন তখন সব চৈতন্য হল যে রাত্রি প্রায় দ্বিযাম অতীত। এদিকে আমার আগমন প্রতীক্ষা করে করে রাত্রি হয়েছে দেখে খোকা ও সম্বন্ধী আহারাদি করে নিদ্রিত হয়ে পড়েছে। আমি গৃহে গিয়ে দেখি খাটের উপর খোকাকে লয়ে গৃহিণী শুয়ে আছেন।

১ম-প্রঃ—গৃহিণী?

২য়-প্রঃ - আরে আমি মনে করলেম গৃহিণী, আমি কি জানি যে গৃহিণীর ভাই। এখন কবিরা বলে থাকেন যে নিদ্রাঘোরে আলিঙ্গন বড় সুখকর, সেইটা পরীক্ষা করবার জন্য নিশব্দে খট্টা সমীপবর্ত্তী হয়ে গৃহিণী বোধে সেই শালাকে আলিঙ্গন—

১ম-প্রঃ—হাঃ হাঃ (হাস্য)।

২য়-প্রঃ—আলিঙ্গন করে একটি চুম্বন—

১ম-প্রঃ—হাঃ হাঃ-হাঃ হাঃ হাঃ—হাঃ হাঃ-হাঃ হাঃ—

২য়-প্রঃ—আরে ভায়া শোনো না শোনো না তার পর শোনো না—

১ম-প্রঃ—হাঃ হাঃ দাদা আলিঙ্গন হল চুম্বন হল, আবার তার পর হাঃ হাঃ—

২য়-প্রঃ—আরে তুমি শোন না শোনই না, তোমার হাসী যে আর থামে না। তার পর ভায়া—

১ম-প্রঃ—হাঃ হাঃ (দূরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া) দাদা ওই ওরা কারা?

২য়-প্রঃ—(সচকিতে দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া) কই হে, তাও তো বটে, কারা বল দেখি; এই দিকেই আসছে না, কাদের মতন বোধ হয় হে।

১ম-প্রঃ—সিদ্ধ চারণ কি?

২য়-প্রঃ—আরে না না।

১ম-প্রঃ—যক্ষ রক্ষ?

২য়-প্রঃ—কি জানি ভায়া, একটু সাবধানে থাকো যে দিন কাল পড়েছে। শুনেছি নাকি অস্তাচল প্রান্তে নিশিথে আবার অসুর রথ জ্যোতিঃ দেখা দিচ্ছে।

(ঈশ্বরচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র, মধুসুদন ও হেমচন্দ্রের প্রবেশ)

ঈশ্বর—আহা কি অনুপম দেশ, এত পথ অতিক্রম করে এলেম, কিন্তু পথশ্রমের ক্লান্তি আদৌ অনুভব করলেম না। এই যে রাজ তোরন না, দ্বারী দ্বার মোচন কর আমরা রাজ দর্শনে সভায় গমন করব।

২য়-প্রঃ—আপনারা কে, কোন পুণ্যময় দেশ হতে শুভাগমন করেছেন।

ঈশ্বর—বাপু আমরা মানব, পৃথিবী থেকে এসেছি।

২য়-প্রঃ—মানুষ? পৃথিবী থেকে আসছেন, মহাশয় বুঝি উৎকল দেশবাসী।

ঈশ্বর—না দ্বারী আমি বাঙ্গালী।

২য়-প্রঃ—বাঙ্গালী? (মধুসূদনকে) মহাশয় বুঝি শ্বেতদ্বীপ থেকে আসচেন।

মধুসূদন—না না আমিও বাঙ্গালী।

২য়-প্রঃ—ও মহাশয়ও বাঙ্গালী। (বঙ্কিমকে) আপনি বুঝি উত্তর ভারতের লোক।

বঙ্কিমচন্দ্র—না দ্বারী আমরা সকলেই বাঙ্গালী।

২য়-প্রঃ—সকলেই বাঙ্গালী, দেখছো ভায়া এঁরা সকলেই বাঙ্গালী।

১ম-প্রঃ—তাই তো দেখছি দাদা, বাঙ্গালী বহুরূপি, চেনা দায়।

২য়-প্রঃ—সকলেরই বঙ্গভাষা।

ঈশ্বর—হাঁ ভাষা বাঙ্গালা বটে, তবে সংস্কৃত ইংরাজি প্রভৃতি জানাও আছে।

২য়-প্রঃ—ভায়া ঐ প্রভৃতি।

১ম-প্রঃ—দাদা ওঁরা হরবোলা।

২য়-প্রঃ—কি উদ্দেশ্যে মহাশয়েরা এসেছেন।

ঈশ্বর—রাজ দর্শন করব, এবং রাজ সমীপে আমাদের দুঃখকাহিনী নিবেদন করব।

১ম-প্রঃ—দুঃখকাহিনী নিবেদন—

২য়-প্রঃ—ও ভায়া হয়েছে ত, বাঙ্গালী বটে, ওই আবেদন আর নিবেদন। যতদিন পৃথিবীতে ছিলেন ওই আবেদন আর নিবেদনই করে

এসেছেন ; এখন স্বর্গে এসেছেন, "ঢেঁকি স্বর্গে এলেও ধান ভাঙ্গে", এখনো সেই আবেদন আর নিবেদন। ভায়া স্বভাব কি যায় মলে। আচ্ছা মশায়গণ এই স্বর্গে এসেছেন, এখানকার অফুরন্ত আনন্দ কেন উপভোগ করুন না, এখানেও আবার ওই নিবেদনকে সঙ্গে এনেছেন কেন, পৃথিবীতে সারাজীবনই তো ঐ কাজ করে এসেছেন।

মধু—না দ্বারী আমরা নিবেদনের দলে ছিলাম না। আমরা গ্রন্থ মধ্যে নানা ভাবের বিকাশ প্রতিফলিত করে লোকের মন যাহাতে উন্নত হয়, শান্তি ও আনন্দ পায়, সারা জীবন তাই করে এসেছি।

১ম-প্রঃ—তা মহাশয় ওটিও তো এক প্রকার নিবেদন।

২য়-প্রঃ—আরে এক প্রকার কেন সম্পূর্ণ নিবেদন, এক আধ জনের কাছে নয়—সারা পৃথিবীর কাছে নিবেদন। বলি স্বয়ং কিছু করেছেন কি ? কেবল কথার কাণ্ডার গ্রন্থ মধ্যে ঢেলে রেখে এসেছেন, কিন্তু তার চেয়ে নিজেরা যদি কিছু করতেন তা হলে যে অনেক উপকার হত।

হেম—মন্দ নয়, এ একটী নূতন তথ্য বটে, কিন্তু কথাগুলি সত্য।

১ম-প্রঃ—সত্য ! তদ্ভিন্ন্য আবার কি ? এদেশে মিথ্যা নাই—এদেশে অধর্ম্ম নাই। এখন দাদা তবে এঁরা সভায় যেতে পারেন।

২য়-প্রঃ—হাঁ হাঁ যান, ঐ ভিতরেই সভাদূত আছেন, তাঁকে সংবাদ দিনগে, রাজ অনুমতি তিনি এনে দিলে, রাজ দর্শন পাবেন। যান—আপনারা বাঙ্গালী বটেন। যান।

(সকলের প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য।

দেবরাজ সভা।

ইন্দ্র, চন্দ্র, পবন, অনল, কার্ত্তিক প্রভৃতি দেবগণ আসীন।

(সভাদূতের প্রবেশ)

সভাদূত—দেবরাজ, দ্বারে চারি জন মানব দণ্ডায়মান, অনুমতি পাইলে রাজ দর্শনে আসেন।

ইন্দ্র—মানব ? লয়ে এস, অতি যত্ন সহকারে লয়ে এস।

(সভাদূতের প্রস্থান)

অনল—বহুকাল পরে মানবের সমাগম, ফল বড় ভাল বুঝি না।

পবন—যা বলেছেন, এ প্রায় অঘটন ঘটন, একটী কাণ্ড না করে যায় না।

(ঈশ্বরচন্দ্র প্রভৃতি ৪ জনের প্রবেশ)

ঈশ্বর—দেবরাজ পদে আমরা কোটি কোটি প্রণাম করি, সভাস্থ দেবগণ পদে আমরা কোটি কোটি প্রণাম করি। দেবগণ ? জরা মৃত্যুর লীলা স্থলী পৃথিবীতে আমরা জলবিম্ববৎ অতি অকিঞ্চিৎকর দেহ লয়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেম। সেই দেহান্তে দেব কৃপায় আজি এই দেবপুরে এসে দেব চরণ দর্শনে সক্ষম হয়েছি। দেবগণ আমাদের কোটি কোটি প্রণাম গ্রহণ করুন।

ইন্দ্র—এসো এসো মানবগণ, তোমরা নিশ্চিৎ মহাপুরুষ। অবশ্য এমন এক দিন ছিল যখন তপোবল দৃপ্ত দুর্দ্ধর্ষ রিপুগণ আমাদের

অবধ্য হলে আমি মানব সাহায্যে তাহাদের পরিদমিত করেছি *। যখন তোমাদের তপোবলে এই স্বর্গ রাজ্যও পরিকম্পিত হত †। কিন্তু সে কাল গিয়েছে, সে আজ প্রায় সহস্র সহস্র বৎসরের কথা। এই সহস্রবর্ষাধিক যাবৎ আমরা মানবের মুখ দেখতে পাই নাই। আজি তোমাদের শুভাগমনে আমরা বড়ই আনন্দিত হলেম। বিশেষ তোমাদের কল্পনা বড়ই কৌতুককর। হেমচন্দ্র! ব্রহ্মাণ্ডবিধ্বংসী বজ্র যাহার প্রহরণ, হিমাচল বিদারী ঐরাবৎ যাহার বাহন, স্বয়ং মৃত্যুঞ্জয়সুত কার্ত্তিকেয় যাহার সেনাপতি, আর এই তেত্রিশ কোটি অমর প্রভুতপরাক্রমী দেবগণ যাহার আজ্ঞাবাহী; সেই ত্রিদিবেশ্বরের ঈশ্বরীকে দৈত্যদাসী রূপে বড় সুন্দর দেখায় না ‡! (সকলের হাস্য)

হেমচন্দ্র—দেবরাজ? দাসের অপরাধ ক্ষমা করবেন। যে শৌর্য্যবীর্য্য ও পরাক্রম দেবগণের স্বভাবজ গুণ, তদুপযুক্ত সহ্য ধৈর্য্য ও গাম্ভীর্য্য গুণত্রয়কে দেবচরিত্রে প্রতিফলিত করবার উদ্দেশ্যেই কল্পনাকে নিয়োজিত করেছিলেম। ত্রিদিবেশ্বরীর ন্যায় পত্নী হারা হয়েও দেবরাজই তপশ্চর্য্যায় প্রবৃত্ত হতে পারেন অন্যে পারে না। প্রভু, কবি গুরু বাল্মিকীও তো রামচন্দ্রের সীতা হরণ কল্পনা করেছিলেন।

ইন্দ্র—রামচন্দ্র মানব ছিলেন। যে কল্পনা মানবে সম্ভবে সে কল্পনা দেবতায় সম্ভবে না। ও কথা যাউক, এক্ষনে কি মানসে সকলে এখানে পর্য্যন্ত এসেছো।

---

* রাজ দুষ্মন্ত ও দশরথ উভয়ে এক এক বার নিমন্ত্রিত হয়ে ছিলেন, অর্জ্জুন ও একবার গিয়ে ছিলেন।

† বিশ্বামিত্রের তপঃপ্রভাব দেবগণকে বিচলিত ও সন্ত্রাসীত করে তুলেছিল।

‡ বৃত্রসংহারে হেম বাবু শচী দেবীকে ঐন্দ্রিলার দাসীপণায় নিযুক্ত করিয়াছেন।

ঈশ্বর—প্রভু আপনি ত্রিদিবেশ্বর,—আপনার অগোচর কি আছে দেব! আমরা বড় দুঃখেই আজ আপনার কাছে এসেছি। একবার ঐ পূণ্য-ভূমী ভারতবর্ষের প্রতি চাহিয়া দেখুন, স্বয়ং অচল শ্রেষ্ঠ হিমাচল যাহার স্থল পথ প্রহরণায় ব্যাপৃত, প্রচেতের দিগন্ত সঞ্চারী নিলাম্বুরাশী যাহার পাদপ্রখ্যালনে নিযুক্ত, গঙ্গা যমুনা সরস্বতী প্রভৃতি অমৃতোপম পূণ্যতোয়া তরঙ্গিণীচয় যাহার বক্ষে বিরাজিত। যাহা মনু কনাদ কশ্যপ অগস্ত্য বশিষ্ট বিশ্বামিত্র প্রভৃতি ঋষিগণ, হরিশ্চন্দ্র রামচন্দ্র ভীষ্ম কর্ণ অর্জ্জুন যুধীষ্টীর প্রভৃতি বীরগণের লীলাস্থলী, সেই সুজলা সুফলা শশ্য-শ্যামলা মলয়জ-শীতলা ধরিত্রীর অবস্থা একবার অবলোকন করুন। যে জ্ঞান বলে ভারতবর্ষ একদিন জগতের মণি স্বরূপ ছিল, সেই জ্ঞান ভ্রষ্ট হয়ে ভারতবর্ষ এক্ষণে নরকের তলদেশে সমুপস্থিত হয়েছে। জীবন পোষণ মাত্র এখন ভারতবাসীর আকাঙ্ক্ষা, লোকাচার উহাদের ধর্ম্ম, শিশ্নোদর তৃপ্তি উহাদের সুখ, পর মুখে আত্ম গুণ শ্রবণ উহাদের স্বর্গ। প্রভু, আপনাদের নিকট উহাদের অবস্থার সম্যক বর্ণনা নিষ্প্রয়োজন। আপনাদের অবিদিত কি আছে দেব? এক্ষণে উহাদের উপায় কি প্রভু, আর কত কাল এ নরক ভোগ উহাদিগকে করিতে হইবে দেব!

পবন—এই নিন দেবরাজ সামলান।

চন্দ্র—পর্ব্বতো বহ্নিমান ধুমাৎ, এই গৌর চন্দ্রিকা ধুম মাত্র, তলদেশে অনল দেব আছেন আর কি?

অনল—আমি নহি শশধর আমি নহি, মূলে—শনি আছেন।

ইন্দ্র—স্থির হোন দেবগণ!—ঈশ্বর চন্দ্র এ বড় সমস্যার কথা। আমরা সকলি অবগত আছি সত্য, কিন্তু কারণ পর্য্যবেক্ষণ আমাদের প্রয়োজনে

আসে না, ফলাফল চিন্তা আমাদের অধিকার বহির্ভূত। কার্য্য করা মাত্র আমাদের কর্ত্তব্য, ফল চিন্তা পরিহার করে একান্ত মানসে কর্ত্তব্য কর্ম্ম আমরা সম্পাদন করি মাত্র, দুঃখের বিষয় তাহার অধিক করিবার আমাদের অধিকার নাই। দেখ যে প্রাকৃতিক কারণ পরম্পরায় বারি বর্ষণের উৎপত্তি হয়, সেই প্রাকৃতিক কারণ সকল একত্রীভূত হলে আমাকে বারি বর্ষণ করিতেই হয়, তা সে বারি বর্ষণে হাস্যময়ী নগরী যদি লয় প্রাপ্ত হয়, তত্রাপি আমার নিস্তার নাই। যেমন তোমাদের নব উদ্ভাবিত ইঞ্জিনে দম দিয়া দিলে ইঞ্জিন চলিবেই, তাহাতে কুসুম সদৃশ হাস্য মুখরিত নব শিশুর ক্ষুদ্র মস্তক চুর্ণিতই হউক, অথবা নব সম্মিলিত প্রেমিক প্রেমিকার সকল আশা নিষ্পেসিতই হউক, সম্মুখে যাহা পড়িবে তাহাকে যেমন দলিত চুর্ণিত ও নিষ্পেসিত করিয়া সেই ইঞ্জিন ছুটিবেই, তদ্রূপ কর্ত্তব্য পথ ভ্রষ্ট হওয়াও আমাদের সাধ্যাতীত, যে দিন তাহা হইবে সে দিন আর আমরা দেব পদবী পাইতে যোগ্য হইব না। দেখ এই অখণ্ড মণ্ডলাকার ভ্রাম্যমান জগতের নিয়ন্তা প্রজাপতি, তিনিই এই পরিদৃশ্যমান জগতের সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনিই আমাদের কর্ত্তব্য পথ নির্দ্ধারিত করিয়া দিয়াছেন। তিনিই জানেন এই অবিরাম কর্ম্ম স্রোতের কারণ কি? ফল কি? আর শেষ কোথায়?

(ব্রহ্মার প্রবেশ)

ব্রহ্মা—না দেবরাজ না, আমিও জানি না; তোমার যেমন বারি বর্ষণ কার্য্য, আমারো তেমনি প্রজা সৃষ্টি কার্য্য; কেন তা জানি না, অথবা ফল কি তা জানি না, শেষ কবে হবে তাও জানি না। যদি জানিতে চাও তবে

আমার সঙ্গে এস। যিনি এই কলের গাড়ির কল তাঁর কাছে যাই চল। তিনি হয়ত কিছু বলিতে পারিবেন।

ইন্দ্র—দেব, বঙ্গদেশ হ'তে আজ এই মহাপুরুষেরা আমাব সভায় এসে উপস্থিত হয়েছেন। ইহাঁদের ঐকান্তিক কামনা, যে কারণ পরম্পবায় ভারতবর্ষ আজি দুঃখে ও দৈন্যে, নৈরাশায় ও নিশ্চেষ্টতায় প্রপিড়ীত, সেই কারণ সকলের অবসান কবিয়া দিয়া আবার ভাবতবর্ষকে সুখ ও শান্তিব পথে মুক্তি দেন।

ব্রহ্মা—বুঝিলাম, সেই কারণ সকল জানি বটে, কিন্তু কারণ সকলের অবসানোপায় জানি না; যিনি জানেন সেই ক্ষীরোদ শায়িত পবমেশ্বরেব নিকট চল যাই। তিনি সদয় হন তোমাদেব দুঃখ দূর হইবে, নহিলে আমরা অপারগ।

ইন্দ্র—তবে চলুন। সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

ক্ষীরোদ সাগর তীর।

ব্রহ্মা, ইন্দ্র, চন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ ও ঈশ্বরচন্দ্র প্রভৃতি জীবাত্মাগণের প্রবেশ।

ব্রহ্মা—ওই দেখ ক্ষীরোদ সমুদ্র। কিবা দুগ্ধফেননিভ অতি শুভ্র জলরাশি দিগন্ত পর্য্যন্ত প্রসারিত রহিয়াছে। ঐ দেখ অতি দূরে যেখানে অনন্ত জলরাশি মহাশূন্য কায়ে মিশাইয়া গিয়াছে, ঐথান হইতে অনন্তদেব সহস্র ফণারূপে সহস্রকর বিস্তার করে যেন সমুদ্রশায়িত পুরুষশ্রেষ্ঠকে

আবরণ করে রয়েছেন। এই অনন্তের প্রতিকৃতি মহাসমুদ্র নারায়ণের সমাধি স্থান—তার অর্থ কি জান? এই নিখিল সংসারে যে অব্যক্ত শক্তি পদার্থ মাত্রে পরিব্যাপ্ত থাকিয়া তদীয় কার্য্য করিবার ক্ষমতারূপে প্রতিভাত হইতেছে, সেই শক্তিই ঈশ্বর।* সেই শক্তি যদি সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড পরিবেষ্টন করিয়া থাকে তবে আমরা স্থানে স্থানে তাঁহার প্রিয় তীর্থভূমীর পরিচয় দিই কেন? এইজন্য যে সেই সেই স্থানে, কোন কোন ভগবানপ্রিয় মহাপুরুষ, স্বীয় জ্ঞান যোগ বা ভক্তির প্রাচুর্য্যে, ঐশীশক্তিকে হৃদগত করিয়া প্রকৃতিরাজ্যে তাঁহার প্রাকৃতিক শক্তির পরিবিকাশ সম্পাদন করিয়াছেন। দেবদেব মহাদেবের জ্ঞান-গরিমার ফল কাশী, যোগশ্চর্য্যার ফল কৈলাস, আমার ক্ষুদ্র তপস্যার ফল হরিদ্বার। মানবশ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণের প্রেম-প্রাচুর্য্যের লীলাস্থল বৃন্দাবন, জ্ঞানবিকাশের স্থান দ্বারকা। মহাবোধ বুদ্ধের ভক্তি ও প্রীতিতত্ত্ব প্রচারের স্থান গয়া, ভগিরথের অপূর্ব্ব তপস্যার ফল ভাগিরথী, আর সুর ও অসুর উভয়ের ঐকান্তিক উদ্যমের নিদর্শন এই মহাসমুদ্র। এসব তীর্থস্থান, কেন না এক সময়ে, এই সকল স্থানে, এই চরাচরব্যাপ্ত অচিন্তনীয় শক্তিতে মন প্রকৃতি সঞ্চারিত হয়েছিল, এক সময়ে এই সকল স্থানে, সেই ঐশীশক্তি, মানবের অন্তঃর্নিহিত শক্তি তেজে পরিস্ফুট হয়ে প্রকাশিত হয়েছিল। সেই অপূর্ব্ব সংঘটন আজিও তীর্থ-ভূমীর জল, স্থল, আকাশ, অনীল, তরুলতা, পশুপক্ষী প্রভৃতি প্রচার করিয়া আসিতেছে। যে তেজ একদিন সেই ঐশী শক্তিকে জাগরিত করেছিল, সেই তেজ অনন্তকাল পর্য্যন্ত সেই স্থানকে আবেশময় করিয়া

* "There lives and works a soul in all things and that soul is God." উপরি উক্ত কথা গুলি, কাউপারের অবিকল অনুবাদ। ব্রহ্মা বোধহয় ইংরাজী জানেন, নহিলে এমন বেমালুম চুরি করিলেন কিরূপে।

রাখিবে। একদিন এইখানে, দেবাসুরে সম্মিলিত হয়ে, সেই ঐশী শক্তিকে জাগরিত করেছিলেন; সেই অবধি এই সমুদ্রতীর মহাতীর্থ স্থান। এসো মানবগণ কায়মনোবাক্যে তোমরা জগতকারণ স্বরূপ সেই মহাশক্তিকে আবাহন কর, তোমাদের ঐকান্তিক আবাহনে অনুপ্রাণিত হয়ে, সেই মহাশক্তি তোমাদেরি কল্পনাস্বরূপে এসে উদয় হবেন। এসো!

ঈশ্বরচন্দ্র—(পদ্মাসনে উপবিষ্ট হইয়া) হে নিরাকার চৈতন্যস্বরূপ পরমেশ্বর, তুমি সর্ব্বদা সর্ব্ব স্থানে বিদ্যমান থাকিয়া এই নিখিল সংসার পরিচালিত করিতেছ। তোমারি তেজস্ফুলিঙ্গে জ্যোতিষ্কমণ্ডলী প্রতিভাত হইতেছে। তুমিই অনিলের সঞ্চালনী শক্তি, অনলের দহনশক্তি, প্রচেতের প্রবহমান শক্তি। তুমি বর্ণনাতীত, ক্ষুদ্র ভাষার সাধ্য কি তোমার বর্ণনা করে, তুমি ধারণাতীত, ক্ষুদ্র মনের সে তেজ কোথায় যে তোমায় ধারণা করে? এই অখণ্ড মণ্ডলাকার চরাচর ব্যাপ্ত মহাপুরুষ, একবার এসে উদয় হও, বড় দুঃখে আজ তব দ্বারে এসে সমুপস্থিত হয়েছি। ঐ পুণ্যময়ী ভারতবর্ষ আজি দানবের লীলাস্থলী হয়েছে, ধর্ম্ম পলায়ন করেছেন। হে প্রভু দুষ্কৃতদের নাশ সাধন করে আবার তুমি ধর্ম্মসংস্থাপন কর। দেব, তুমি অন্তর্যামিন, আমাদের দুর্দ্দশা, আমাদের আশা, সকলি তোমার বিদিত আছে; সেই আশা পূর্ণ কর, সেই দুর্দ্দশা দূর কর, দেব—(সমাধী)

ব্রহ্মা—ধন্য ধন্য তুমি বিদ্যাসাগর, তোমার সার্থক মানবজন্ম হয়েছিল, আজ তুমি চিদাকাশে পরমব্রহ্মকে সমাধিগত করে যে আনন্দ উপভোগ করছ তাহা আমাদেরো ইপ্সিত। এক্ষনে তোমরা আর কেহ এস, আবাহনে পরমেশ্বরকে জাগরিত কর।

মধু—(নতজানু হইয়া করযোড়ে)—

কি সুন্দর শোভা আজি হেরি হে প্রচেত:
বীরর্ষভ বলী তুমি, ভীম পরাক্রমী
প্রভঞ্জন সম বলে, চলোর্ম্মী আঘাতে
তালতরু প্রায় উত্তাল তরঙ্গলীলা
কোথা তব সে ভীষণ দর্শন মূরতী!
কোথায় সে ঘন অন্ধকারময় নীল
বারি রাশি, কৃষ্ণ কাদম্বিনী যেন দূর
বিপুল আকাশে নিশিথে। তরঙ্গ ভঙ্গে
ক্ষণপ্রভা সমপ্রভা স্ফুরীয়ে দ্বিগুণ
অন্ধকার রাশি তুমি সৃজিতে চৌদিকে।
মহাস্বনে মহেস্বাশ কত যে স্বনিতে,
দূর মেঘমন্দ্র স্বরে ইরম্মদেভরা,
কাঁপে হিয়া স্মরী তাহা এখনো তরাসে।
বল তুমি বল মোরে যাদঃকুল পতি,
কোন মোহ মন্ত্রবলে কারগুণে বলী
পরিহরি সে ভীষণ ভয়াল মূরতী,
প্রলয় পয়োধীভরা, ধরিয়াছ আজি
এ চারু সুন্দর কান্তি, মোহন মাধুরী।
অতি শুভ্র জলরাশি ঝক ঝক ঝকে,
আঁকিয়া রেখেছে যেন শিল্পি-সুকৌশলি
এই সৌর জগতের হিরক মেখলা

প্রায় রত্ন বিমণ্ডিত, রতন সম্ভবা
বিভা উঠেছে ফুটিয়া। কার আভা হৃদে
ধর, যে প্রভা প্রকাশি উজ্জ্বল করেছ
আজি অনন্ত জগত। দেখিব তাঁহারে,
কেমন সে বরবপু, মুরলী বয়ান,
ত্রিভঙ্গিম ঠাম, চাচর চিকুর, তাহে
ঈষৎ বঙ্কিম মণিময় শিখিপুচ্ছ।
সেইরূপে আজি উর এসে দয়াময়
অধম তারণ একান্ত অধম মোরা।
হে সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বব্যাপ্ত সর্ব্বশক্তিমান,
সম্মোহন রূপে এসে হও অধিষ্ঠান।
হউক নয়ন মন জীবন সার্থক
এস প্রভু প্রিয়তম—প্রাণের ঈশ্বর— (সমাধী)

ব্রহ্মা—সাধু, সাধু মধুসূদন—তোমার যোগপ্রভাব সত্যই তোমাকে অমরত্বের অধিক দিয়াছে, ঈশ্বরের নামেই তুমি সমাধীলাভ করলে, তুমি ধন্য। এক্ষনে হেমচন্দ্র অগ্রসর হও, আবাহনে মহাপুরুষকে সচৈতন্য কর নহিলে তোমাদের সকল পরিশ্রম ব্যর্থ হবে।

হেমচন্দ্র (অগ্রসর হইয়া)

আহা মরি কিবা শোভা আজিকে হেথায় রে—.
গলিত রজতপ্রায়—জলরাশী শোভা পায়—
ধীরে ধীরে চলে যায়—অনন্তের লাগিয়া।
রূপার তরঙ্গগুলি—উঠিছে পড়িছে ঢলি—

প্রতিবিম্ব গগনেতে উঠিয়াছে ফুটিয়া ॥
যতদূর দৃষ্টি যায় জলরাশী দেখা যায়—
দূর গগনের কোলে ধীরে গেছে মিশিয়া।
নাহি রবি নাহি শশী—নাহি তারকার রাশী
কোথা হতে এ সুষমা পড়িয়াছে আসিয়া ॥
রূপার মতন জল—রূপার গগনতল
রজত ভূধর বুঝি গলি পড়ে ঝরিয়া।
বল দেখি কার প্রেমে মজে আছ হাসিয়া ॥
প্রকৃতি দেখাবি কিলো আমাদের সে জনে
যাহার লইয়া প্রভা ধরিয়াছ এত শোভা
কবিজন মনলোভা অনুপমা ভুবনে।
না জানি তাহার রূপ হবে কিবা অপরূপ
সৌন্দর্য্যের কেন্দ্র বুঝি আছে তার চরণে ॥
বুঝি তারি স্বেদবিন্দু—শোভে প্রায় শত ইন্দু
লাজে মৃগ অঙ্কে লয়ে—শশী কাঁদে গগনে।
তাহারি নয়নভাতি—অনল তপন দ্যুতি
হাসিতে তারকা রাশি ঝরে যায় সঘনে ॥
একবার দয়াকরে এসহে হৃদয়-পরে—
চিরিয়া দেখাব বুক—কত দুঃখ সেখানে।
এস প্রিয় কান্ত নাথ—এস—(সমাধী—*

* দেখিতেছি কবিবরদের স্বর্গে গিয়া অবনতি হইয়াছে, কারণ এই লেখায় আর পৃথিবীর লেখায় প্রচুর প্রভেদ। সুতরাং কবিদের স্বর্গে যাওয়া উচিৎ নয়।

ইন্দ্র—বিধাতঃ—ইনিও কি সমাধীগত হলেন নাকি ?

ব্রহ্মা—তাইত দেখছি দেবরাজ, ধন্য বাঙ্গালীকুল।

পবন—দেবরাজ ভাল করে দেখুন ঘুমিয়ে পড়েননিতো।

অনল—উপস্থিত অবশিষ্ট বঙ্কিমচন্দ্র এসো তুমিও নিদ্রিত হও, আমাদেরও নিষ্কৃতি দাও।

বঙ্কিম--(স্বগত) ক্ষুদ্র আমি আমার উপর একি ভার। (প্রকাশ্যে) প্রেমময় হরি, শুনিলাম তুমি সকল পদার্থের কার্য্যকরী ক্ষমতা, তবে কি তুমি দয়াময় নও, আমাদের এই কাতর প্রার্থনা সত্ত্বেও কেমন করে তুমি এই নির্ম্মল বারিবিন্দু মধ্যে নির্ব্বিকার চিত্তে অবস্থান কচ্ছ। আমরা স্তব স্তুতী জানিনা বলে কি আমাদের প্রাণের কথা তোমার কাছে যাবে না। আমাদের প্রাণের আবাহন লও, লয়ে এসো, এসে দেখা দাও।

(অকস্মাৎ জলমধ্য হইতে শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তির আবির্ভাব—
জলবালাগণের প্রবেশ।) (সকলের সমাধী ভঙ্গ)

(গীত)

হের জগত কারণ
হের বিশ্ববাসীগণ
জগতের আদি অন্তহীন হের নারায়ণ॥
অনলে অনীলে গোপনে থাকিয়া—
আপনার কাজ করিছ হাসিয়া—
পর্ব্বত শিখরে সাগর সলিলে করিতেছ অবস্থান।
যে চিনে তোমায় অনায়াসে সেই পায় তব দরশন॥

(জলবালাগণের প্রস্থান।

শ্রীকৃষ্ণ—নরগণ, বুঝিয়াছি তোমরা কেন আসিয়াছ। যে ভারতবর্ষ একদিন জ্ঞান ও ধর্ম্মবলে জগতের আদর্শ স্থান ছিল, তাহাই এক্ষণে জ্ঞান ও ধর্ম্মভ্রষ্ট হইয়া অতি হেয় স্থানে পরিণত হইয়াছে। তোমরা তাহার উন্নতির জন্য প্রচুর পরিশ্রম করিয়াছ সত্য, কিন্তু কিছু করিয়া উঠিতে পার নাই, তাহার কারণ ভারতবর্ষ এক্ষণে প্রাণহীন, আবার সেখানে এক্ষণে নবপ্রাণ ও নববীর্য্যের সঞ্চার করিতে হইবে। আদর্শ-দ্বারা লোকগণকে চরিত্র সংগঠনের শিক্ষা দিতে হইবে। এবং আবাল-বৃদ্ধবণিতার মধ্যে শিক্ষার প্রচার করিতে হইবে। যে ব্রাহ্মণেরা এককালে নিজ জ্ঞান ও চরিত্রবলে ভারতের প্রচুর উপকার সংসাধিত করিয়া গিয়াছেন, সেই ব্রাহ্মণবংশের এক্ষণে ধ্বংশ হইয়াছে, আজ তাঁহাদের এমন একজনও নাই যিনি ধর্ম্মের সহজ সরল ও সুন্দর পথ লোকগণকে দেখাইয়া দেন। দেবগণ এক্ষণে তোমাদের কর্ত্তব্য সমুপস্থিত হইয়াছে। জগতের হিতই তোমাদের কর্ত্তব্য, সেই পূত হিতব্রত সংসাধন জন্য তোমাদিগকে এক্ষণে আবার পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইতে হইবে! লোকমধ্যে জ্ঞান ও ধর্ম্ম প্রচার করিতে হইবে, একমাত্র সত্যের পথ লোকগণকে শিক্ষা দিতে হইবে।

পবন—উত্তম, দেবরাজ—এই ঠেলা নিন।

অনল—চন্দ্রদেব, দেখুন মূলে আমি আছি কি শনি আছেন।

শ্রীকৃষ্ণ—ক্ষুণ্ণ হইওনা দেবগণ। সৃষ্টির মধ্যে শ্রেষ্ঠ জীব তোমরা, তোমাদের অপেক্ষা উন্নত জীব এখনো এই বিপুল বিশ্ব সৃজন করিতে সমর্থ হয় নাই। কিন্তু শ্রেষ্ঠতা অর্থে পরহিত শক্তি মাত্র জানিও, যাহার পরহিতশক্তি যত অধিক তিনি তত শ্রেষ্ঠ, আমি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কারণ আমি

এই বিশ্ব প্রকৃতির প্রত্যেক অনুতে সংলিপ্ত থাকিয়া নির্ব্বিকারচিত্তে সর্ব্বত্র অবস্থান করি, আবাহনেই আমার চৈতন্যের উদয় হয়, যেখানেই ঐকান্তিক আবাহন পাই—সেই খানেই চৈতন্য প্রাপ্ত হইয়া তাহার হিতব্রতে নিযুক্ত হই। যে যেরূপ কল্পনায় ডাকে, তাহার কাছে সেইরূপে সেইরূপ শক্তিতে উপকার উপস্থিত হয়। দেখ এই বিশ্বশক্তি সহানুভূতিময়, তবে আজি তোমরা পরহিতব্রত গ্রহণে বিমনা হইতেছ কেন ?

ইন্দ্র- -কে বলিল প্রভু আমরা পরহিতব্রত গ্রহণে কাতর ? প্রয়োজন হইলে আমরা নরকের কীট রূপেও অবতীর্ণ হইতে পারি। না দেব, যখন যে কার্য্যে প্রয়োজন হইবে, আমাদিগকে নিয়োজিত করিবেন, সানন্দে আমরা কর্ত্তব্যকর্ম্ম সম্পাদন করিব।

শ্রীকৃষ্ণ- সাধু, দেবগণ সাধু, কর্ত্তব্যকর্ম্ম সম্পাদনের শিক্ষা এক্ষণে ভারতে প্রচার করিতে হইবে, ভারতবাসী একেবারে কর্ত্তব্যভ্রষ্ট হইয়াছে।

পবন- -তবে কিনা প্রভু স্বর্গ ছেড়ে যাওয়া, তা আর কি হবে, যাওয়াই যাবে।

শ্রীকৃষ্ণ—স্বর্গ ছেড়ে যাবে কেন পবন, স্বর্গকেও সঙ্গে লয়ে যাবে। তোমরা যেখানে যাবে—যেখানে জ্ঞান ও ধর্ম্ম বিরাজ করবেন, যেখানে কর্ত্তব্য সর্ব্বথা পরিপালিত হবে, যেখানে শিক্ষা কষ্টকে দূর করে দেবে, স্বর্গত সেই স্থান। তোমরা আছ বলেই, জ্ঞান ধর্ম্ম ও কর্ত্তব্য আলোকে দেদীপ্যমান এই অমরপুরী স্বর্গ, তোমাদের সমাগমে জ্ঞান ধর্ম্ম ও কর্ত্তব্য আলোকে প্রভাময় ভূলোকও স্বর্গ হবে।

বঙ্কিম—প্রভু, তুমি হৃদয় দেখে বিচার কর বটে, কিন্তু তোমার এ বিপুল সৃষ্টির উদ্দেশ্য কি তাত বুঝতে পারলেম না। যেখানে জীবন

মৃত্যুর ব্যবধান এত অল্প, সেখানে প্রেম দিয়াছ কেন, মানবের মনে মায়া দিয়াছ কেন? কেবল কি যাতনা দিবার জন্য? লীলাময় এ তোমার কি লীলা? এই বিপুল সৃষ্টি কি তোমার খেলার সামগ্রী, কি উদ্দেশ্যে এত খেলা—এরূপ খেলা খেল দেব?

শ্রীকৃষ্ণ—সাধু বঙ্কিম সাধু, এ প্রশ্ন কেবল তোমারি উপযুক্ত, কিন্তু সৃষ্টির তাবৎ বৃত্তান্ত তুমি জান না, সুতরাং এই সৃষ্টির বিপুলত্ব তুমি উপলব্ধি করিতে পারিতেছ না। এস আমাকে স্পর্শ কর—করে একবার চারিদিকে চাহিয়া দেখ, এস এবার কি দেখিতেছ?

বঙ্কিম—(শ্রীকৃষ্ণকে স্পর্শ করিয়া) কি দেখিতেছি—একি প্রভু, ওই দূর দূরান্তরে কত সহস্র সহস্র সূর্য্য নিয়ত ভ্রাম্যমান রহিয়াছে, কত পৃথিবী, একের পর এক, শতের পর শত, কত পৃথিবী ধূমময় বাষ্পময় অগ্নিময় জলময় কতগ্রহ অনন্ত শূন্যে দোদুল্যমান রহিয়াছে। কেহ স্থির, কাহারো মন্থরগতি, কেহ অতিবেগে ছুটিতেছে, কাহারো সরলগতি, কাহারো তির্য্যকগতি কাহারো বর্ত্তুলগতি। ওকি, কি ভয়ঙ্কর ধ্বনি, একটি অতি প্রকাণ্ড গ্রহ আর একটী প্রকাণ্ড গ্রহের উপর আসিয়া পড়িয়াছে, উঃ—কি অতি ভয়ানক অগ্ন্যুৎপাৎ, সহস্র সহস্র প্রাণী, কত সুন্দর সুন্দর জীব পুড়িয়া ছাই হইয়া যাইতেছে। আবার ওকি, এযে অতি নিকটে নূতন বিশ্ব ফুটিয়া উঠিল। আমরি মরি, এমন সৌন্দর্য্যতো কোথাও দেখি নাই, প্রাণী মাত্রেরই হাস্য আনন, ধীরে ধীরে অতি ধীরে ও বিশ্ব কোথায় যাইতেছে? প্রভু এই কি তোমার সংসার, গড়িতেছ ভাঙ্গিতেছ আবার গড়িতেছ? কেন প্রভু কি উদ্দেশ্যে এই সৃষ্টি-বৈচিত্র সম্পাদন করিতেছ?

শ্রীকৃষ্ণ—দেখিলে বঙ্কিম সৃষ্টির কিরূপ? এক্ষণে তবে শুন সৃষ্টির নিগুড় বৃত্তান্ত। আদিতে আমিও ছিলাম না। যখন আমি হইলাম, যেদিন অকস্মাৎ আমার চৈতন্যোদয় হইল, আঁখি মেলিয়া দেখি, মহা-মহিমাময়ী অপার সৌন্দর্য্যের উৎসরূপিণী আদ্যাপ্রকৃতি, সুবিমল হাস্য-মুখরিত আননে, প্রগাঢ় প্রেম উদ্ভাসিত নয়নে আমার প্রতি চাহিয়া আছেন। তিনি হাসিয়া বলিলেন 'হে ইপ্সিৎ হে কাম্য এত দিনের পর তুমি আসিয়াছ, এস তোমাতে আমাতে মিলিত হইয়া বিশ্ব সংসার সৃষ্টি করিব!" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম "কে-আমি।" তিনি বলিলেন "তুমি আমার ইপ্সিৎ, তুমি আমার জ্ঞান, তুমি আমার চৈতন্য, বহুকাল যাবৎ আমি তোমাকে কামনা করিয়া আসিতেছি—সে যে কতকাল তাহার নিরাকরণ নাই, বহুকালের পর আজ তোমাকে পাইলাম। তাই আজ নয়নে দৃষ্টি আসিয়াছে, আননে বাক্য আসিয়াছে, হৃদয়ে বল আসিয়াছে। তুমি আমার নয়নের জ্যোতি আননের ভাষা হৃদয়ের বল। তোমার অভাবে আমি এতকাল জড়প্রকৃতি ছিলাম মাত্র, কেবল কামনা ছিল। সেই কামনাবলে তোমাকে পাইয়াছি।" তখন বঙ্কিম আমরা উভয়ে মিলিত হইলাম, সেই দিন হইতে জড় প্রকৃতিতে চৈতন্য সঞ্চারিত হইল। এতাবদ যাহা কামনা মাত্র হৃদয়ে লইয়া জড় অবস্থায় ছিল, এতদিনের পর তাহার কার্য্যকরী ক্ষমতা আসিল। সেই অবধি আমরা অণুতে অণুতে সম্মিলিত হইয়া আছি। যেখানেই প্রকৃতি সেইখানেই আমি, প্রকৃতির শক্তি কামনা মাত্র, আমার শক্তি তাহার কার্য্যকরা। কামনা চালনায় কর্ম্মের সৃষ্টি, পরে কর্ম্মোপযোগী ফল লাভ করে; কিন্তু সৃষ্টির নিগুড় উদ্দেশ্য উন্নতি, আজি যে অবস্থা এ অবস্থা চিরকালের নহে,

ক্রমে উন্নতি হইতেই হইবে। কামনা ফলে হয়ত অবনতির অবস্থাও হইতে পারে, কিন্তু কালে কামনা উন্নতপথাভিমুখী হইবেই। বঙ্কিম একেবারে সকল কথা বুঝিয়া উঠিবেনা, অন্য সময়ে আবার এই প্রসঙ্গ উত্থাপন করিও। এক্ষণে ভারতে যাইবার ব্যবস্থায় মন দাও। যাও দেবগণ সকলে উদ্যোগী হও গিয়া। যথাসময়ে আবার আমি আসিয়া পৃথিবীতে কি কি কর্ম্ম করিতে হইবে তাহার আলোচনা করিব।—

(অন্তর্ধ্যান)।

ব্রহ্মা—ধন্য নরগণ আজি তোমাদের সমভিব্যাহারে ছিলাম বলিয়া অতি গুহ্য বৃত্তান্ত শ্রবণ করিতে সক্ষম হইলাম। এক্ষনে এসো আবার গুরু কর্ম্মভারের ব্যবস্থা করা যাক গিয়া।

(সকলের প্রস্থান।)

পঞ্চম দৃশ্য।

নন্দন-কানন মধ্যস্থ সরোবর তীর—শচী রতি ও দেবসেনা আসীনা।

(তিলোত্তমার প্রবেশ।)

(গীত)

নির্ম্মল আকাশে—সুষমা বিকাশে
ধীর সমীরে—বহে যায় প্রাণ।
হের ঐ নলিনী—দিনক্ষয়ে মলিনী—
কুমুদ কহ্লার—জেগে ধরে তান॥

কোকিলের কুহু স্বর—হের ঝরে নিরন্তর—
ওই দূরে পাপিয়া—ঢালে কিবা মধুস্বর—
ফুলে ফুলে ভ্রমর—মধু পিয়ে পাগর—
গুন গুন গুন স্বরে—গাহিতেছে গান ॥

শচী—এস তিলোত্তমা, আজ তোমার মুখখানি ম্লান কেন তিলোত্তমা?

তিলো—আর মহারাণী স্বর্গের যাঁরা শোভা তাঁরাই যদি পৃথিবীতে যাবেন তবে স্বর্গ থাকিবে কি নিয়ে দেবী।

শচী—পৃথিবীতে যাবেন? কেন, কাঁরা যাবেন।

তিলো—সে কি! আপনি কি শুনেননি নাকি? দেবরাজ স্বয়ং সঙ্গে দেব সেনাপতি পবন অনল বরুণ ধর্ম্ম মদন চন্দ্র ও তপন দেব যাবেন। বঙ্গবাসী নাকি কর্ত্তব্যভ্রষ্ট হয়েছে, তাই নারায়ণের আদেশ দেবতারা গিয়ে তাদের কর্ত্তব্য শিক্ষা দেবেন।

রতি ও দেবসেনা—ওমা কি সর্ব্বনাশ?

শচী—এতে আর সর্ব্বনাশ কি দেবী, লোকশিক্ষা দেবতাদিগের কর্ত্তব্য, যখন সেই কর্ত্তব্য উপস্থিত হয়েছে, তৎসম্পাদনে দেবতারা স্বতঃই ব্রতী হয়ে থাকবেন।

দেবসেনা—কিন্তু দেবরাণী আপনি বিস্মৃত হচ্চেন সে কর্ত্তব্য সম্পাদনের স্থান কোথায়, তাহা এই স্বর্গে নহে, যেখানে ধর্ম্ম নাই সত্য নাই, যেখানে জ্ঞান নাই শান্তি নাই, যেখানে রোগ আছে শোক আছে জরা আছে মৃত্যু আছে, যেখানে হিংসা আছে দ্বেষ আছে, দুর্জ্জয় অহঙ্কার আছে, যেখানে কামের একাধিপত্য প্রভুত্ব, সেই দেশে গমন যে কি বিপজ্জনক তাহা নিশ্চিৎ দেবরাণী আপনি সম্যক উপলব্ধি কচ্চেন না।

তিলো—শুনলাম সে দেশে নাকি বিবাহপ্রথা নাই। বাজারে যেমন অশ্বাদি বিক্রয় হয়—তেমনি বরও বিক্রয় হয়ে থাকে।

রতি—তুমি কোথা থেকে শুনলে ভাই।

তিলো—কাল রাজসভায় ৪টী বাঙ্গালী এসেছিলেন, তাঁদের সঙ্গে দেবতাদের নানা প্রসঙ্গের আলোচনা হল, আমরাও বসে বসে শুনলেম।

শচী—আহা সত্যই যদি সে দেশের রমণীরা পাতিব্রতধর্ম্ম বিস্মৃত হয়ে থাকে, আর পুরুষ যদি কর্ত্তব্যভ্রষ্ট হয়ে থাকে, তবে সেই দেশেই দেবতাদের যাওয়া কর্ত্তব্য, শিক্ষা পেলে আবার হয়ত তারা সুপথে আসতে পারে।

রতি—হ্যাঁ তিলত্তমা সে দেশে নাকি বস্ত্রাদির ব্যবহার নাই, কি স্ত্রী কি পুরুষ সকলেই লজ্জা ত্যাগ করে দিগবসন হয়ে থাকে।

তিলো—না দেবী ঠিক তাই নয়, মেয়েদের লজ্জা আছে বটে কেবল মাথার চুলগুলির জন্য। দশ হাত কাপড় খানি লয়ে কেবল সযত্নে পরের কাছে মাথাটুকু আবরিত রাখেন, গঙ্গাস্নানে গেলে তাও ত্যাগ করেন। আর পুরুষদের লজ্জা যে কত তা যখন তাঁরা স্নান করে দেড়হাতি জালি গামছাখানি প'রে মাতা ভগ্নি কন্যা ও স্নুষার সম্মুখে অনায়াসে এসে দাঁড়ান তা দেখলেই বুঝতে পারা যায়।

দেব—ওঃ তাহলে ত সে দেশে দেবতাদের যাওয়া উচিৎই হয়ে পড়েছে, আর তিলোত্তমা তুইও যা, এই রতিদেবীকে সঙ্গে লয়ে যা, যেটুকু বাকি আছে তা হলে সেটুকু সম্পূর্ণ হয়। আচ্ছা সে দেশে আমার মত লড়ায়ে মেয়ে মানুষ পাওয়া যায়।

তিলো—হ্যাঁ তা বরং দুই একজন পাওয়া যায়, কিন্তু লড়ায়ে পুরুষ আদপে পাওয়া যায় না।

দেব—ওমা সে আবার কি? কেন?

তিলো—শুনলাম নাকি জলের গুন, সেই জল পান করলে রমণীদের কোন অনিষ্ট হয় না, গলদা চিঙ্গড়ীর মত শরীরটী বেশ হৃষ্টপুষ্ট হয়। কিন্তু বেচারি পুরুষেরা সেই জল উদরস্থ করে প্লীহা ও যকৃতবৃদ্ধি রোগে জর্জ্জরিত হয়ে পড়েন। লড়ায়ে হবে কি দেবী। এক একটী পুরুষের প্লীহা ও লীবরোদর দেখলে মনে হবে যেন ন মাসের পোয়াতী।

শচী—যথেষ্ট হয়েছে তিলোত্তমা, অতঃপর তোমার বক্তৃতার সমাপন কর। এই হতভাগ্য বঙ্গদেশে দেবতাদের যাওয়া একান্ত কর্তব্য, পুরুষদের শিক্ষার জন্য দেবতারা যাবেন, স্ত্রী-শিক্ষার জন্য আমাদের যেতে হবে। যে দেশ এতদূর কুসংস্কারে আচ্ছন্ন, আমাদের প্রাণপণ চেষ্টা নহিলে সে দেশের উন্নতি অসম্ভব। দেবী আমাকেও যেতে হবে, আমি প্রস্তুত হই গিয়া।

দেব—নিশ্চিং দেবী—নিশ্চিৎ, সেই নির্জীব পুরুষ ও লড়ায়ে মেয়েদের দেশে আর্য্য পুত্রকে একাকী ছেড়ে দিতে আমিও সম্পূর্ণ অপ্রস্তুত, সুতরাং চলুন দেবী আমিও প্রস্তুত হইগিয়ে।

রতি—আর আমাকে তো যেতেই হবে, আমার ন্যাকা বোকা দেবতাটী কখন কার ঘাড়ে বাণ ছেড়ে দেবেন, আর সেই তন্ত্রের দেশের শিবেরা নকারের আগুনে আমাদের ছাই করে ফেলবেন। সুতরাং আমার দেবতাকে সামলাতে আমাকে তো যেতেই হবে!

তিল—এখন বাকি বুঝি আমি, তা দেখি আমি গিয়েও যদি কিছু করে উঠতে পারি

(গীত)

আমরা যাবো যাবো।
সেথা দুর্ব্বল নর প্রবলা রমণী কেমন দেখিবো ॥
যেথা অমল ধর্ম্ম সমল হয়েছে আচারভ্রষ্ট হইয়া।
যেথা শৌর্য্য বীর্য্য পুরুষ ত্যজেছে অদৃষ্টের মুখ চাহিয়া ॥
যেথা আপনার হাতে আপনার মান রমণী দিয়াছে ফেলিয়া।
যেথা শিক্ষার পথে কবাট পড়েছে জাতির নিগড় পরিয়া ॥
সেই অভাগা বঙ্গদেশে— নব শিক্ষকের বেশে—
শিক্ষার পথ মুক্ত করিতে যাবো যাবো।
পুরুষ শিখিবে বীর ধর্ম্ম—রমণী বুঝিবে সতীর মর্ম্ম
সুরপুর হতে নব আলো লয়ে সে দেশে বিলাব ॥
আমরা যাবো যাবো ॥

ষষ্ঠ দৃশ্য।

দেবরাজ অন্তঃপুর।

ইন্দ্র ও শচী।

ইন্দ্র—শুন রাণী—
কর্ত্তব্যের অনুরোধে ভূলোক মাঝারে
যেতে হবে আমাদের।
নাম তার বঙ্গদেশ,
সেই দেশ হতে
জ্ঞানের বিমল জ্যোতি বিলুপ্ত হয়েছে।

দেশাচার কিংবা লোকাচার—
ধর্ম্ম নামে হয়েছে চলিত।
পুরুষত্ব হারায়ে পুরুষ
হয়েছে অদৃষ্টবাদী,
পরিহরি গৌরবের কর্ত্তব্যের পথ
স্থবীরের প্রায় দিন যাপে অহরহ।
রমণী ভুলেছে প্রিয়ে সতীত্ব মহিমা।
তাই নারায়ণ আদেশ করেচেন
আমাদের সেই দেশে গিয়া
জীবনের মূল মন্ত্র করিতে প্রচার।
জ্ঞানালোকে কুসংস্কার বিদূরিত করি
সরল ধর্ম্মের পথ করিতে উদ্ধার।
কঠিন কর্ত্তব্যনিষ্ঠ আদর্শ চরিত্র
সংস্থাপিতে তাহাদের চক্ষের উপর।
অতএব আসিয়াছি লইতে বিদায়,
ত্রিদিবেশ্বরী, হাসিমুখে কর্ত্তব্যের
পথে যেতে দেহ লো বিদায়॥

শচী—দেবরাজ, প্রভু তুমি, দাসী মাত্র আমি,
তোমারে যুকুতি দেওয়া আমারে না সাজে,
কিবা জানি আমি, কিন্তু নাথ ভেবে
দেখ মনে, রমণী ভুলেছে যেথা
সতীত্ব মহিমা, পুরুষত্ব বিহীন পুরুষ,

সে দেশে শিক্ষার পাত্র বালক বালিকা ;
জাতি সংগঠন স্থান শুধু অন্তঃপুর।
অনুমতি দেহ নাথ সেই অন্তঃপুরে লয়ে
যাই শিক্ষার বিমল জ্যোতি তোমাদের সাথে॥

ইন্দ্র—কেমনে যাইবে প্রিয়ে, নিঠুর সে দেশ
রমণীর মান তথা নাহি এতটুকু।
পুরুষ প্রেগল্‌ভ ভরা, মনে মনে করে
রমণী সৃজন সুধু সুখের কারণ।
পরিহর প্রিয়ে সেথা যাবার বাসনা।
শুন রাণী যে কল্পনা করিয়াছি মোরা
বাঙ্গালীর উন্নতি কারণ।
পূর্ব্ব পুণ্যফলে বাঙ্গালার রাজা আজি
দয়ালু ইংরেজ, শ্বেতদ্বীপবাসী,
প্রবল প্রতাপে ভারতের একছত্রী
অধিপতি রাজ রাজেশ্বর। শিক্ষা
তাঁহাদের মন্ত্র, ভেদাভেদ হীন।
তাঁহারি অধীনে সমাজের শীর্ষস্থান
করি অধিকার বিরচিব গ্রামে গ্রামে
শিক্ষার মন্দির, বিলাইব সেথা
ভেদহীন শিক্ষা নব, নূতন বিজ্ঞান,
নূতন দর্শন, নবন্যায়, যোগধর্ম্ম।
শিখাব যতনে জীবনের মূলমন্ত্র

শুধু উচ্চ আশা, অন্যায়ের প্রতীকার,
পর উপকার, জীবনের ব্যবহার
শুধু কর্ম্ম করা। শিখাব যতনে উচ্চ
কর্ম্ম সাধিবারে যদি যায় প্রাণ, সারা
জাতি পাবে তার পুণ্য ফল চয়,
আত্মার হইবে উচ্চগতি ; প্রিয়জন
পাবে উচ্চফল *। শিখাব যতনে
রমণী জননী জাতি, তাঁদের সম্মান
যেথা নাই সেথা নাই জননী সম্মান,
নাহি সেথা জয়শ্রী জাতিত্ব গৌরব।
সমাজের শিথিল বন্ধন দৃঢ় করি
বাঁধিব আবার, অত্যাচার অনাচার
হবে বিদূরিত।

শচী—সুন্দর কল্পনা বটে, কিন্তু কহ নাথ,
কে শিখিবে এ সুন্দর নব শিক্ষা রাশী।
ভীত কাতর দুঃস্থ ওই বঙ্গবাসী ?
সতত কাতর ওরা আহারের তরে
কাতর সতত ওরা রোগ শোক তাপে।
বিপুল আয়াসে যে সকল নব মন্ত্র

* ইতিহাসে ইহার প্রচুর উদাহরণ পাওয়া যায়, মনে করুন নেলসনের কথা, ট্র্যাফালগার যুদ্ধে ইনি হত হন বটে, কিন্তু ইংরেজের নৌপ্রাধান্য সেইদিন হইতে দৃঢ়তর হইয়াছে। নেলসনের ভ্রাতা ভাইকাউণ্ট হন, পরিবারের সকলেই পেনসন পান।

করিবে প্রচার, যদি কিছু শিখে তার
তাও শুকপক্ষী মত, কর্ম্মক্ষেত্রে
শিক্ষাফল কিছু নাহি পাবে।
তবে যদি অধিনীরে দেহ অনুমতি
যাই তব সাথে দেব
স্থান লই গিয়া অন্তঃপুরে।
সেথায় যখন আসিবে নবীন শিশু
কব তার কানে কানে
"পুত্র শোকাতুরা কাঁদে বঙ্গমাতা বাছা
গুণী পুত্র লাগি, সে অভাব তাঁর
করিস পূরণ তুই ওরে যাদুমণি।"
নবীন আলোকে যখন মেলিবে আঁখি
সেই নব শিশু কহিব তাহারে "বাছা—
যে আলোক আসি জুড়াইল আজি তোর
কমল নয়ন, ল'য়ে যাস সেই আলো
বঙ্গ গৃহ মাঝে, ঘন অন্ধকার সেথা
কুসংস্কার ভরা।"
আধ আধ স্বরে অমিয় জড়িত সুরে
ডাকিবে যখন আনন্দ উৎফুল্ল মুখে
মা মা বলে কহিব তাহারে
"জুড়ালি যে সুরে বাছা এ তাপিত হৃদি
জুড়ালি শ্রবণ, এই সুরে ডাক বাছা

বঙ্গ জননীরে, চাঁদমুখে মা মা নাম
শুনিলে আবার পাশরিবে সব দুঃখ
বসিবে উঠিয়া।”
নব বল দর্পে যবে দৌড়িয়া দৌড়িয়া
নির্ভয়ে ধরিবে গিয়া পালিত কুক্কুর
ছাগ কিংবা গাভি শিশু, সাথে সাথে গিয়া
কহিব “এ সব হেয় জীব নহে তোর
সমকক্ষ সোণা, অজ্ঞানতা কাম কিংবা
পর নির্ভরতা কভু যদি কাছে আসে,
এই মত করি প্রাণ বধ করি তার
ফেলিস তখনি।”
লেখণী ধরিয়া করে বিদ্যাভ্যাস তরে
যখন যাইবে শিশু গুরু গৃহ পানে,
শিখাব তাহারে “পৃথিবী অপূর্ব্ব সৃষ্টি,
শ্রেষ্ঠ জীব তার মানব, সে দেবশিশু,
সর্ব্বজীবে সমভাব, ভয়শূন্য হৃদি,
উচ্চ কর্ম্মে সুধু আকিঞ্চন, লভে নর
উচ্চ গতি উচ্চ কর্ম্ম করি, উচ্চ কর্ম্ম
তরে যদি যায় প্রাণ, আত্মা যায় দেব-
পুরে, ফল তার পায় সারা জাতি।
জীবন স্বপন নহে। রমণী জননী
জাতি, সে রমণী পানে কুটিল নয়নে

কভু চেওনা বাছনী—
তাদের গৌরব মান তোমাদের হাতে।"
পাঠ সমাপন করি কুমার আমার
নব গৃহস্থালী তরে আসবে যখন
সঙ্কুচিতা নববধূ কর করে ধরি,
সাদরে বরণ করি আশীর্ব্বাদ ছলে
কহিব "এতদিন বাছা তনু প্রাণ
তুচ্ছ করি পালিয়াছি তোরে
জননী রূপেতে, সৃষ্টি স্বরূপিনী
আনিয়াছ এ সঙ্গিনী চিরজীবনের,
পূত নদী প্রায় সারা ধরা মাঝে
সম্পদ বিলায়ে যেন তোমাদের প্রেম
সৃষ্টি করে নব আশা, নব সুখ
নবীন উৎসাহ।"

ইন্দ্র—এ যুক্তি অপূর্ব্ব প্রিয়ে, সাবাসী তোমারে,
হেন শিক্ষা পেলে নিশ্চয় উঠিবে বঙ্গ
আবার জাগিয়া, ছিন্ন করি
সহস্র বৎসর ব্যাপী নিগড় কঠিন,
কি ছার সে কুসংস্কার ঘন অজ্ঞানতা,
তপন উদয়ে অমা অন্ধকার যথা
পলায় সঘনে, পলাইবে সেই মত
এই শিক্ষা আগে। কিন্তু কহ রাণী

পুরুষ শিক্ষার ভার লও যদি হাতে
রমণী শিক্ষার বিধি তবে কে করিবে।
রমণী পুরুষ তুল্য প্রয়োজন শিক্ষা
উভয়ের তরে।

শচী—শুন নাথ পুরুষ শিক্ষার ভার নাহি
লব হাতে, যত দিন সে থাকিবে শিশু
বালক তরুণ তত দিন তার শিক্ষা
তরে নিশিদিন করিব কামনা। পরে
সে যখন, পরিহরি অন্তঃপুর সীমা
প্রবেশ করিবে গিয়া সংসারের মাঝে,
তাদের শিক্ষার ভার তোমাদের হাতে।
কিন্তু আজীবন রমণীরে শিখাব আমরা।
আঁতুড়ের ঘরে যবে উঠিবে ক্রন্দন-
রোল নববালা হেরি; হায় হায় করিবে
সকলে, কহিব "লো কনক পুতলি
মূঢ় বঙ্গবাসী যে ক্রন্দনে করে আজি
তোর সম্ভাষণ, শত গুণে সে ক্রন্দনধ্বনি
উঠে যেন পুনঃ তোর বিদায়ের দিনে।
আয় বাছা আয় এই জ্ঞানহীন দেশে
এ বিপুল বঙ্গ আজি ভীষণ শ্মশান।
ওই জাহ্নবীর জলে ঘট—পূর্ণ করি
আয় বাছা ধৌত করি চিতাভস্মরাশী,

ধৌত করি,
পুরুষের প্রগল্‌ভতা কামিনী কামনা
মানহীন প্রাণে স্নুধু প্রণয় কল্পনা ;
ধৌত করি রমণীর হাবভাব রাশী
প্রেমহীন প্রাণে স্নুধু আকুল বাসনা ;
আয় বাছা বিরচিব নব গৃহস্থালী।
সংসার কারণ তুই—তাকি লো বাঙ্গালী
গিয়াছে ভুলিয়া, নহে তোরে হেরি আজ
কেন কাঁদে সবে বল হাহাকার করি"।
ক্রমে যবে ক্রোড় ত্যজি সে নবীন বালা
ধীরে ধীরে হামা দিয়া শিখিবে চলিতে,
কহিব "লো বালা যে মাটীতে বুক দিয়া
চলিতেছ আজি, ওই পৃথ্বী মত ক্ষমা গুণে
ধৈর্য্যগুণে হয়োলো সুন্দরী, সতীত্বের
পরে রমণীর শ্রেষ্ঠ গুণ ক্ষমা ধৈর্য্য
বাছা। নির্গুণ পুরুষে পুন সগুণ
করিতে কতই সহিতে হবে হাসিয়া সাদরে"।
যবে পরে চারু বালা খেলনা লইয়া
খেলিতে বসিবে সব খেলুড়ের সাথে,
মাটীর উনান হাঁড়ী হাতা বেড়ী থালা,
রাঁধিবে ধূলার অন্ন পাতার তরকারি,
কহিব

"ও ধূলা খেলা পরিহরি বাছা
শেখ লো নূতন খেলা এই পোড়া দেশে ;
ধূলা পাতা ত্যজি ধর পুরুষের মন,
হাঁড়িকুড়ি প্রেম তোর, যত্নে সেই প্রেমে
শেখা লো পুরুষে শৌর্য্য বীর্য্য আহরিতে ;
শেখা লো জাতীত্ব মান গৌরব সাধনা।
শোন বাছা, এ সংসার ক্রীড়াঙ্গনে তুই
লো সুন্দরী খেলুড়ে প্রধান, তোরি চালে
কাঁচা ঘুঁটী পাকা ঘুঁটী হবে, পাকাঘুঁটী
যাইবে কাঁচিয়া, খেলার প্রধান বল
নির্ম্মল অন্তর, যাবি বাছা সদা সত্য
পথে, কৌতুকে কি ব্যঙ্গচ্ছলে কখনও
যেন মিথ্যা নাহি তোর মুখে কিংবা মনে
আসে। ধরা মাঝে পাপ নামে আছে
প্রচলিত যতবিধ অপকর্ম্ম মিথ্যা
শ্রেষ্ঠ তার সব খেলা দেয় লো কাটিয়া"।
ক্রমে ক্রমে যবে তার নবীন বয়স
ধীরে আসি হাসি সেই বর বপু খানি
আরো কমনীয় করি উঠিবে ফুটিয়া,
চঞ্চল চরণে হবে ধীর শান্ত গতি,
কমল নয়নে স্থির স্নিগ্ধ প্রভারাশি,
হাসিয়া কহিব তারে "হের লো সুন্দরী

এ নব প্রভাতে আজি কি সুষমা রাশি
শোভিছে গগনকায়, ওই শুন দূরে
কুহুরিছে ক্লান্ত পিক মঞ্জু কুঞ্জ মাঝে,
পাগল পাপিয়া। হের লো উদ্যানে কিবা
শোভা প্রসারিয়া উঠেছে ফুটিয়া ফুল,
গোলাপ মল্লিকা জাতী যূথি সেফালিকা
চামেলি কামিনী বেলা গন্ধরাজ চাঁপা,
সরস সরসে সহাস আননে কিবা
নাচিছে কমল, নব তপনের কর
চারু অঙ্গে মাখি। বসন্তের সমীরণ
বহে মর মরে। বল দেখি কার তরে
এত রূপে মরি সাজে নিত্য নীলনভঃ,
কারে জুড়াইতে কুহরে পাপিয়া পিক,
বহে সমীরণ, বিতরয়ে গন্ধ মধু
ফুলকুল মিলি, আপনি প্রকৃতিরাণী—
সৌন্দর্য্য সম্ভারে সাজায়ে আপন অঙ্গ
নিত্য বসি থাকে বল কার পথ-চাহি।
সৃষ্টির কি প্রকৃষ্ট সৃষ্টি তুই লো সুন্দরী
কার তরে জনম তুহার? কেবা সেই
এ সৃষ্টির, যাহার লাগিয়া ফোটে ফুল
ভারে ভারে, বায়ু বহে ধীরে, ছোটে জল
নদী পথে অমৃত ছড়ায়ে, সুধা স্বরে

গায় পাখী শাখী শাখে বসি। চারু কান্তি
দিব্যাঙ্গনা আপনি সতত সযতনে চাহে
কার মন তুষিবারে। পুরুষ সে দেব সখা।
জ্ঞান গরিমায় এ মহান বিশ্ব মন্ত্র
করি অধিকার রচে নব বিশ্ব চারু।
অসীম বিক্রমে ভয়াল পয়োধী ভীম
মথি শতবার, তুলি নানা রত্ন রাজি,
বিলায় চৌদিকে, অন্ধকার নাশে তার
স্নিগ্ধ প্রভারাশী। সাজালো বরণ ডালা
দুর্ব্বা অর্ঘ দিয়া, গাঁথ মালা চিকনিয়া
নব ফুল্ল ফুলে, দধি ফোঁটা দিতে
হবে হেন বর ভালে। হায় লো রমণী,
এ হেন পুরুষ আজি বিরল এ দেশে।
হেথায় যাহারা ছোট আঁখি উচুঁ করি
চাহে নারী পানে, চাহে তার স্ফীত বক্ষে
ক্ষীণ কটিদেশে সে নহে পুরুষ, বালা,
নহে সে মানব, ক্ষুদ্র ছাগ শিশু,
সত্বর তাহারে লাথি মারি খেদাইবি
দূর বন পানে। অত্যাচার হেরি রড়ে
যে বীর পুঙ্গব, অন্তঃপুর কোনে গিয়া
লইবে আশ্রয় নির্ভয় কারণে, ভীরু
ফেরু সেই, কভু নহেত মানব, যষ্টি

দিয়া খেদাইবি তারে লো সাদরে।
পরদত্ত তণ্ডুলেতে জীবন যাহার,
পর-কৃপা মাত্র যার ভরসার স্থান,
পাসরিয়া আত্ম তত্ত্ব জনম রহস্য
জীবন যাপন করে পর পদ লেহি,
হায় বালা হেন নর পাবি হেথা বহু,
কিন্তু তারা নর নহে – অভাগা কুক্কুর
বড় প্রভু ভক্ত তারা, অতি অল্পে তুষ্ট,
কিন্তু অতি হেয় জীব, সর্ব্বথা তাদের,
দূর দূর করি যত্নে দিবি তাড়াইয়া।
হেয় জীবে প্রেম কভু নাহি দিও বালা।
মান কভু নাহি দিও সৃষ্টি বিনিময়ে।
সর্ব্বোপরি রমণীর সতীত্ব রতন
যে রতন গুণে সম্মান লভয়ে নারী
সারা জাতি পাশে। মনে রেখো বালা ?
বীর ভোগ্যা বসুন্ধরা, বীর ভোগ্যা নারি।"
নাথ, তব অনুমতি পেলে
তব সাথে গিয়া শিখাইব এই
তত্ত্ব বঙ্গনারী গণে।

ইন্দ্র—অপূর্ব্ব বারতা দেবী, তব শিক্ষা রীতি
অতীব আশ্চর্য্য। ধন্য সাবাসী তোমারে,
ধন্য আমি তোমা হেন নারী যার সাথী।

এই শিক্ষা পেলে আবার জাগিবে নারী,
জাগিবে বাঙ্গালী। জাতির উন্নতি হেতু
সুধু মাত্র নারী। চল দেবী দুই জনে
চল ত্বরা করি পশি গিয়া বাঙ্গালীর
ক্ষুদ্র অন্তঃপুরে—অন্ধকার কুসংস্কার
আবর্জ্জনা ভরা—প্রচারি এ নব শিক্ষা
আবার যতনে, উজ্জ্বল হইবে পুরী
উজলিবে দেশ।— উভয়ের প্রস্থান

সপ্তম দৃশ্য।

স্বর্গের অরণ্য সমীপবর্ত্তী পথ।

কার্ত্তিকের প্রবেশ।

কার্ত্তিক—খুব সরে পড়া গেছে যা হোক। এখন এই তো মৃগয়ার পথ, এই পথ টুকু অতিক্রম করলেই দেবরাজ দলে সমুপস্থিত হতে পারব। যে নিঠুর দেশ, ও দেশে আবার কেউ রমণী সঙ্গে লয়ে যায়, নইলে ইচ্ছা করে যে দেবসেনাকে সঙ্গে লয়ে যাই। ও আবার কে? বাঃ— (ধনুর্ব্বান হস্তে দেবসেনার প্রবেশ)

দেবসেনা—তুমি এই অরণ্য পথ অবলম্বন করেছ শুনে আমিও এই পথে এলেম, এখন চল মৃগয়ায় যাওয়া যাক।

কা—মৃগয়ায় যাচ্ছিনা দেবসেনা—আমি পৃথিবীতে যাচ্ছি। পৃথিবীতে

আমাদের যাবার প্রয়োজন হয়ে পড়েছে, সে দেশের লোক কর্ত্তব্য ভ্রষ্ট হয়েছে, ধর্ম্ম ভ্রষ্ট হয়েছে, তাদের কর্ত্তব্য শিক্ষা দিতে হবে, তাদের ধর্ম্ম শিক্ষা দিতে হবে। মানুষকে শিক্ষা দেওয়া দেবতাদের কর্ত্তব্য জান তো।

দেব—তা জানি, তা বেশ তো, তুমি তোমার কর্ত্তব্যের অনুরোধে পৃথিবীতে যাচ্ছ, আমাকেও আমার কর্ত্তব্যের অনুরোধে তোমার সঙ্গে যেতে হবে।

কা—তোমাকেও কর্ত্তব্যের অনুরোধে যেতে হবে, কেন তোমার আবার কর্ত্তব্য কি?

দেব—আমার কর্ত্তব্য কিছু নেই, সব কর্ত্তব্য বুঝি তোমারি একচেটে।

কা—না না পৃথিবীতে যাবার তোমার কি কর্ত্তব্য।

দেব—কি কর্ত্তব্য? স্বামী অনুগমন, তুমি যখন যাচ্ছ তখন তো আমায় যেতেই হবে।

কা—ওইটী আমি পারব না, যে দেশে রমণীর মর্য্যাদা নেই সে দেশে আমি তোমায় নে যেতে পারবো না। ওটী হবে না।

দেব—আচ্ছা সে ব্যবস্থা আমি করবো।

কা—কি ব্যবস্থা করবে?

দেব—কি ব্যবস্থা? কহ নাথ কেন ধর অসি
রমণীর অপমান প্রতি-বিধিৎসিতে
এতেক কাতর যদি। জানি আমি
মহাবল ধরে ভুজ যুগ, বল দেব
সেই বলে কিবা প্রয়োজন, অবলার

দুর্ব্বলের অত্যাচার যদি প্রতিকার
পরায়ণ নাহি হতে চাও। উচ্চ মহীরূহ,
শত শাখা শিরে ধরে তপন প্রভাব,
সুশীতল তলে বসি পান্থ শান্ত হয়।
ভীম গিরিরাজ, বক্ষ প্রসারিয়ে ধরে
জলদ সম্ভার, শত মুখে সেই জল
ধায় সিন্ধুপানে, শ্রান্ত নর তৃপ্ত হয়
স্নিগ্ধ বারি পানে। আপনি কুসুম, দেব,
ঋষি মুনি মন মুগ্ধ করিবারে, উঠে
ফুটে, তীক্ষ্ণদন্ত কীট হৃদে ধরি। দেব,
এই ধারা মহতের, আপন বিক্রমে,
শান্তি সুখ বিতরণ করে ধরা পরে,
ঝঞ্ঝাবাৎ ইরম্মদ ধরে নিজ শিরে।
কে মহান তব সম, যাব তব সাথে
কি ভয় আমার দেব ক্ষুদ্র নর কীটে।
কা—ভয় কি না জানি দেবী—না ডরি শমনে।
ডরি কিন্তু নীচমনা দুর্ব্বৃত্ত দুর্জ্জনে,
ডরি তার নীচ মনে, কুটিল নয়নে
ডরি তার অসি প্রায় তীক্ষ্ণ রসনায়।
জান কি সুন্দরী কত প্রিয় তুমি মোর।
কত ভাল বাসি আমি তোমারে লো দেবী!
পথে যবে চল তুমি মনে হয় মোর,

এ হৃদি বিছায়ে দিই ঐ পথ পরি
আবরি কুসুম স্তূপে, চলে যেতে যেন
পথের কর্দ্দম ধূলা কণ্টক উপল
না বাজে ও চারু পদে, আহ্বানি পবনে
যেন বহে মৃদু মন্দে, সাধিলো তপনে
সম্বরি প্রখর তাপ বিতর কিরণ,
প্রিয়া মোর বিচরণ করে পথমাঝে,
যেন তার চারু অঙ্গে ব্যাথা নাহি বাজে।
পশি যবে রণস্থলে অসুরে নাশিতে,
দেব নারি অপমান প্রতি-বিধিৎসিতে,
জান ত সুন্দরী অসুর দুর্ব্বৃত্ত কত—
তপোবলে রণস্থলে কত সুণিপুণ !
পশি যবে রণস্থলে, মনে হয় দেবী
প্রিয়া মোর দাঁড়াইয়া আছে ঐ দূরে
তুষিব তাহারে আজি তীক্ষ্ণ শর জালে
শত্রু শৌর্য্য দমি আমি এ মহা আহবে।
ভীষণ তোমার শূল শেল গদা আদি
মহাশ্বনে আসে যবে এ হৃদয় পানে
প্রচণ্ড শত্রুর তেজে দিক রোধ করি,
হাসি পাতি দেই হৃদি, এই মনে করি,
এই ক্ষুদ্র শস্ত্র যদি ধরিতে অক্ষম,
তবে কোন মুখে এ হৃদয় পাতি দিব

প্রিয়া শির লাগি। স্মরিলে তোমার মুখ
এই ভুজ যুগে শত ঐরাবত তেজ
জেগে উঠে দেবি, শত্রুকুল মথি আমি
অতি অবহেলে। আহবে না ডরি দেবী
ভীষণ কৃপাণে, খরশান তরবাল,
অতি তীক্ষ্ণ অসি, কোদণ্ডে কলম্ব কুলে,
ভীম পাশুপাত ব্রহ্মশীর নাগপাশ
একাঘ্নী আদি। ডরি কিন্তু মানবেরে,
অতি চুপে সন্তর্পণে কুটীল নয়নে
চাহিবে তোমার পানে, সে চাহণি দেবী
ভুলিতে নারিব কভু;
তাই ভয় পাই তোমা সাথে
লতে। যাই আগে শিখাইব তাহাদের
রমণী সম্মান, যে সম্মান বিনা জাতীয়
উথান পুনঃ পূর্ণ অসম্ভব। পরে
তুমি যেও দেবী।
দেবসেনা—কিন্তু কহ নাথ, যেইজন সম্মানের
উপযুক্ত নহে কে তারে সম্মান করে।
বীর তুমি, তব ভুজবলে কম্পান্বিত
কলেবর সদা শত্রু কুল, তাই স্থান
তব দেবসেনা পুরোভাগে, যে সৈনিক
শস্ত্র প্রহরণ সদা যোগায় তোমারে

সে কত সম্মান পায়। ফোটে ফুল পর
তরে, তাই সে কুসুম উঠে গিয়া দেব
শিরে। পর তরে জনম মোদের, বাল্যে
মোরা সেবি নিত্য জনক জননী, সাধি
ইষ্ট ভ্রাতা ভগিনীর, কৈশোরে স্বামিরে
পেয়ে হই অনুগামী জীবনে মরণে
তাঁর। সংসারের প্রজা বৃদ্ধি হেতু গর্ভ
ধরি, অনন্ত যাতনা নাথ সহি দশ
মাস, অসহ্য যাতনা সহি প্রসব সময়,
পরে সে সন্তানে নিজ শরীরজ রসে
করিয়া পোষণ, কায় প্রাণ তুচ্ছ করি
পালি অহরহ, কিন্তু যথা কালে বাছা
মোর চলে যায় সংসারের মাঝে।
ঘটনার আবর্ত্তনে ভীম কোলাহলে
বাজে যবে রণবাদ্য ডাকি বীর কুলে,
ডুমুরু ধ্বনী প্রায় ফণিনী আহ্বানী,
এ কোমল করে দৃঢ় মুষ্টী করি নাথ
সাজাই সত্বর রণ তরে পতি পুত্রে।
কটী তটে বাঁধি দেই যত্নে ভীম অসি,
পৃষ্ঠে দেই ধনুর্ব্বাণ কনক তূণীর,
শিরে বাঁধি শিরস্ত্রাণ, অঙ্গেতে কবচ
সাজাইয়া সযতনে সস্মিত আননে,

সাদরে বিদায় দেই মরণের স্থানে
নয়ন আনন্দ যারা জীবন সর্ব্বস্ব।
নারী বিনা কহ নাথ অন্য কোন জন
হেনরূপে হৃদীযন্ত্র স্বহস্তে উপাড়ি
জাতীয় গৌরব যজ্ঞে দেয় হে আহুতি।
জাতীর সে গৌরব কামনা আছে কিহে
বঙ্গদেশে এবে নারী মাঝে, এখনো কি
বঙ্গনারী পূজে অভয়ারে, পাঠাইয়া
রণস্থলে পতি পুত্র প্রিয়, নিবারি হুকুমে
হৃদয়ের দীর্ঘশ্বাস নয়নের জল।
এখনো কি বঙ্গনারী শিখায় সন্তানে
জাতীয় সম্মান বিনা প্রাণ হেয় অতি,
নলিনীরদল গত জল প্রায় প্রাণে
নাহি কিছু প্রয়োজন গৌরবে না যদি
মাথা তুলি পথ মাঝে সে চলিতে পারে।
অগ্নি স্পর্শে হেম প্রভা উজলে দ্বিগুন
কাষ্ঠ ভস্ম হয়, সতীত্ব অনলে রমণী
গৌরব ভাতি হয় নিরূপিত, খ্যাতি তার
ধরা মাঝে হয় প্রচারিত। অনুমতি
দেহ নাথ তব অধিনীরে, যাই তব
সাথে দেব, শিখাইব পুনঃ বঙ্গনারী
গণে সেই গৌরব সাধনা, যে সাধনা

ফলে সম্মান লভয়ে নারী সারা জাতি
পাশে।

কা—সত্য প্রিয়ে অতি সত্য তব কথা
গুলি, এই শিক্ষা বিতরণ বঙ্গনারী
মাঝে সুনিশ্চিত প্রয়োজন। অতএব,
এস প্রিয়ে দুইজনে যাই বঙ্গদেশে,
সযতনে শিখাইব বঙ্গনারীগণে
অনন্ত গৌরব কীর্ত্তি শৌর্য্যের সাধনা
আবার ভাসিবে বঙ্গ জয় জয় রবে।

(উভয়ের প্রস্থান)—

অষ্টম দৃশ্য।

তটিনী তীরবর্ত্তী স্বর্গের পথ।

রতির প্রবেশ।

রতি—আমাকে ফেলে চলে যাবার আয়োজন হয়েছে; আমি যেন কিছু জানি না। বলা হলো দেশান্তরে যাবার কিছু প্রয়োজন পড়েছে তা শীঘ্রই আসবো। ওমা বিদায়ের ঘটাই কি, মুখে হাসি, চোখে জল, আদরের চরম। কিন্তু ভবী ভোলবার নয়, আমি এই ঘাঁটী আগলে বসলেম, দেখি কি হয়।

(বৃক্ষান্তরালে উপবেশন। মদনের প্রবেশ।)

মদন—(চলিয়া যাইতে যাইতে পশ্চাৎ চাহিয়া) সবই ফেলে রেখে যাওয়া যাচ্ছে, সুধু হাত পা গুলো নিয়ে গিয়ে যে কি হবে।

(অকস্মাৎ বৃক্ষান্তরাল হইতে রতির প্রবেশ।)

রতি—এই যে আমি তোমারি আগমন প্রতীক্ষায় আছি, এখন এসো শীঘ্র শীঘ্র যাওয়া যাক।

মদন—এ কে রতি।

রতি—হ্যাঁ রতি—তোমার কি আর কেহ বলে মনে হয় না কি? এখন এসো।

মদন—কোথা যাব?

রতি—কোথা যাবে! কোথা যাবার জন্য এ সাজগোছ করে এসেছ।

মদন—তা আমি তোমায় নিয়ে যেতে পারব না।

রতি—নিয়ে যেতে পারবেনা, কেন আমি কি বাঙ্গালীর মেয়ে যে বাক্স প্যাঁটরার মত আমাকে ঘাড়ে করে নিয়ে যেতে হবে।

মদন—আরে তোমার সে দেশে যাওয়াই হবেনা!

রতি—সে দেশে আমার যাওয়াই হবেনা, তবে তোমারও যাওয়াই হবে না।

মদন—কেন!

রতি—কেন আবার কি? দেবতারা বুঝি এত লোক থাকতে আর খুঁজে পেলেন না তাই তোমাকে সঙ্গে নে যাবেন? তোমার কাজের মধ্যে তো (হস্ত ভঙ্গির দ্বারা বাণ পরিত্যাগ দেখান), একেই তো বাঙ্গালীরা পাঁচ সিকের কবিদের জ্বালায় জ্বর জ্বর, ঘরে ঘরে ভারত রায়, ঘরে ঘরে বিদ্যাসুন্দর, ঘরে ঘরে সুড়ঙ্গ। এখন সেখানে কবিরা ঝঙ্কার করে

গান "জীবন যৌবন এ সুখ বসন্তে, দেখিস লো প্রেয়সী বিফলে না যায় লো।" এর উপর আবার তুমি স্বশরীরে গেলে কি রক্ষে থাকবে? তোমার যাওয়া কিছুতেই হবে না।

মদন—আরে এই জন্যই তো আমার যাওয়া। যেখানে দেখবো নির্ম্মল প্রেম সেইখানে বাণক্ষেপ করবো, যেখানে দেখবো ব্যভিচার সেখানে বাণ প্রত্যাহার করবো।

রতি—নির্ম্মল প্রেম এখন সেখানে সর্ব্বত্র। বাঙ্গালা দেশ এখন জগন্নাথ ক্ষেত্র।

মদন—তাইত রতি মনে মনে কচ্ছিলুম, তোমাকেও সঙ্গে নিয়ে যাই, তা যখন আমায় যেতেই তুমি নিষেধ করছ, তখন আর তোমার যাওয়া কি করে হবে।

রতি—তা বেশ তো আমায় নিয়ে চলনা।

মদন—কি করে হবে, আমি কি করে যাই।

রতি—দেবতারা যখন বলচেন তখন চলনা, আমায় সঙ্গে নিয়ে চলনা।

মদন—দেবতারা আমায় যেতে বলেচেন রতি আমিই যেতে পারি, তোমায় তো নিয়ে যেতে বলেন নি।

রতি—তা নাই বলুন—তুমি নিয়ে চলনা।

মদন—তা,—তা—

রতি—আমায় নিয়ে যাবে না?

মদন—তাই তো কেমন করে নিয়ে যাই!

রতি—তোমার এ ফুল ধনু কে নিত্য নূতন ফুলে গেঁথে দেবে!

মদন—এ ফুল ধনু ত্যাগ ক'রব।

রতি—কে তোমার কুসুম শয্যা নব কুসুম চয়ন করে প্রস্তুত করে দেবে!

মদন—ভূমি শয্যা করব।

রতি—সারা দিনের পরিশ্রমের পর কে তোমায় ব্যজন করতে বসবে?

মদন – বৃক্ষতলে উপবেশন করব।

রতি—আমি কি করে থাকব?

মদন – কি করব রতি আদেশটী আমায় হল, তোমায় হল না।

রতি—যখন তোমায় আদেশ হয়েছে তখন আমাকেও হয়েছে। এইত সকল দেবতাদের সঙ্গে দেবীরাও উদ্যোগী হয়ে চল্লেন।

মদন—তা কি করে হবে রতি—আমার উপর একটী কর্ম্মের ভার পড়েছে। আমায় ব্যভিচার প্রশমন করতে হবে। আমি সেই পথে কণ্টক হব, ব্যভিচারে বিতৃষ্ণার সৃষ্টি করব।

রতি—কিন্তু নাথ স্বধু পুরুষের মনে ব্যভিচারে বিতৃষ্ণার সৃষ্টি করলে হবে না, (১) সংসার কেবলমাত্র পুরুষ নিয়ে নয়। রমণীকেও প্রেম শিক্ষা দিতে হবে। সে ভার প্রভু আমার হাতে দাও। যে প্রেম কুহকে গার্গী রমণী ধন্যা, যে প্রেমবলে অরুন্ধতী চণ্ডাল কন্যা হইয়াও দ্বীজশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠ বণিতা, যে প্রেম বলে সাবিত্রী যমজয়ী, সীতা রাবণ জয়ী, দময়ন্তী কলী জয়ী, যে প্রেমে এই সংসার প্রতিষ্ঠিত, সেই প্রেম আমি বঙ্গ নারীকে শেখাব। তাদের শেখাব যে স্বামী কেবলমাত্র আহার আহরণ ও বিহার সম্পাদনের জন্য নয়, যে দেবতা এই নশ্বর দেহ নষ্ট ক'রে ঈশ্বর সমীপে সমুপস্থিত করতে পারেন, স্বামী সেই দেবতা। যে জীব

(১) রতি দেবী Tom Jones পড়ে ছিলেন নাকি

প্রীতি ঈশ্বর প্রাপ্তির একমাত্র শ্রেষ্ঠ কারণ স্বামী তাহার গোমূখী। কায়মনোবাক্যে স্বামী সেবায় হৃদয়ে যে প্রীতির সঞ্চার হয়, সেই প্রীতি সংসারে পরিব্যাপ্ত হলেই ঈশ্বরে ভক্তির উদয় হয়, ঈশ্বরে ভক্তি ঈশ্বর সাযুজ্যের নির্দ্ধারিত কারণ। স্বামী সেবা রমণীর কর্ত্তব্যমাত্র নয়, স্বামী সেবা রমণীর মোক্ষ কারণ। গুরু সিদ্ধ হউন অসিদ্ধ হউন, শিষ্য যেমন তৎপ্রদর্শিত পথ অবলম্বন করলেই জ্ঞান পাইতে পারে, তদ্রূপ স্বামী গুণী হউন নির্গুণ হউন, রমণী কেবল তাঁকে অবলম্বন করেই মোক্ষ পেতে পারেন। হায় দৈব বিড়ম্বনায় বঙ্গ রমণী এখন সেই পবিত্র স্বামী সেবা ব্রত বিস্মৃত হয়েছে। অনুমতি দাও নাথ তোমার সঙ্গে গিয়ে, সেই পবিত্র স্বামী সেবা ব্রত আবার বঙ্গ নারী মধ্যে প্রচার করব।

মদন—একথা বটে রতি দেবী, আমি একা গিয়ে কোন কাজই হবে না, তোমারো যাওয়ার অতি প্রয়োজন, এখন এস দুজনে যাওয়া যাক।

গীত দ্বৈত।

রতি—নবীন কুসুম যতনে তুলিয়ে গেঁথেছি এ নব কুসুম হার।
মদন—নবীন কুসুমে যতনে সাজায়ে ধরেছি এ নব ধনু আবার॥
রতি—কায় মনোপ্রাণে যে সতী ললনা—গরবে গৌরবে পতিপরায়না
যতনে শিখাব প্রেমের ছলনা—এ মালা দোলাব গলে তাহার।
মদন—যুগলে যতনে করিয়ে সন্ধান—হানিব আমার এ কুসুম বাণ
নব প্রেমগানে সারা দেশে পুনঃ উঠিবে মধুর নব ঝঙ্কার॥

[উভয়ের প্রস্থান।

নবম দৃশ্য—স্বর্গের পথ।

ইন্দ্রাদি দেবগণ, শচী প্রভৃতি দেবীগণ, ঈশ্বরচন্দ্র প্রভৃতি জীবাত্মাগণ, শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ।

শ্রীকৃষ্ণ—এই যে দেবগণ সকলেই যে প্রস্তুত দেখছি। অতি উত্তম, কিন্তু ত্রিদিবেশ্বরী আপনারাও কি সঙ্গে যাবেন নাকি? কই নারী সঙ্গে লইবার কথা দেবরাজ আমি ত বলি নাই।

শচী—প্রভু আমরা স্বয়ংই প্রবৃত্ত হয়েছি, বঙ্গের যে বৃত্তান্ত শুনিলাম তাতে তো দেব নিশ্চিন্ত হয়ে থাকতে পারলেম না!

শ্রীকৃষ্ণ—(ঈষৎ হাস্য করিয়া) পবন দেব! একদিন আপনি দুঃখ করে বলেছিলেন রমণীদের আমি শ্রেষ্ঠ বলি কেন! রমণীগণকে আমি অধিক সম্মান করি কেন। আমার সৌভাগ্য আজ আমি তাহার সুন্দর প্রমাণ দিতে সমর্থ হয়েছি। শক্তি দ্বিবিধ রূপে নিয়োজিত হতে পারে, পরের অপকারার্থে আর পরের উপকারার্থে। যিনি পরের অপকারার্থে স্বীয় শক্তি নিয়োজিত করেন তাঁকে আমরা ভয় করি এবং ঘৃণা করি, যিনি পরের উপকারার্থে সেই শক্তির প্রয়োগ করেন তাঁকে আমরা ভক্তি করি এবং সম্মান করি, তাঁকে আমরা শ্রেষ্ঠ বলি। অতএব শ্রেষ্ঠতা অর্থে পর উপকার শক্তি মাত্র। প্রবৃত্তি সেই শক্তিকে নিয়োজিত করে। সুতরাং পর উপকার প্রবৃত্তি যাঁহার যত প্রবল, তিনি তত ভক্তি ও সম্মানের পাত্র, তিনি তত শ্রেষ্ঠ। আজি দেখুন দুঃখ জর্জ্জরিত বাঙ্গালীরা আপনাদের নিকট সমুপস্থিত হন, আমাকে এসে আপনাদিগকে এই নূতন কর্ত্তব্যে ব্রতী করতে হয়, আর এই রমণীরা স্বতঃ প্রবৃত্তা হয়ে এই

কর্ত্তব্যে অগ্রসর হয়েছেন। বলুন পবন দেব রমণীরা কি অধিক সম্মানের পাত্র নন ?

পবন—(লজ্জিত হইয়া) প্রভু ক্ষুদ্র আমি আমার উপর এ বাণক্ষেপ কেন! রমণী শ্রেষ্ঠ নিশ্চিত, তবে রমণী নাকি পুরুষের মুখাপেক্ষি—তাই সে সন্দেহ মনে উদয় হয়েছিল, আজি দেব সে সন্দেহ ভঞ্জন হয়েছে।

শ্রীকৃষ্ণ—সত্য বটে পবন দেব রমণী সর্ব্বদাই পুরুষের মুখাপেক্ষী। জানি না বৈচিত্রময় সৃষ্টির ক্রমবিকাশ ফলে অতঃপর কোন নূতন জীবের সৃষ্টি হবে। প্রয়োজন হলে হয়ত স্বয়ং পূর্ণা রমণীর আবির্ভাব শীঘ্রই হতে পারে। অতঃপর শুন মানবগণ, যখন দেব ও দেবীগণ স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে তোমাদের দেশে যাবার জন্য প্রস্তুত হয়েছেন, তখন তোমাদের দুঃখনিশার সুপ্রভাত সমাগতপ্রায় হয়েছে। তোমরাও সঙ্গে যাও, সঙ্গে গিয়ে দেবগণকে নব ধর্ম্মপ্রচারের সাহায্য কর গিয়া। সৃষ্টির যাবতীয় জীব মাত্রেরই এক একটী ধর্ম্ম আছে। মানবেরো স্বভাবজ ধর্ম্ম আছে কিন্তু সে ধর্ম্ম ত্রিবিধ, কারণ মানব তিনটী উপাদানে গঠিত। প্রথম শারীরিক, শরীরের পোষণ মানবের প্রথম ধর্ম্ম। শরীরের ধর্ম্ম বৃদ্ধি, পুষ্টি তাহার উপাদান, পোষণ অভাবে শরীর নষ্ট হইয়া থাকে। শারীরিক ধর্ম্মের উদ্দেশ্য স্থিতি। সংসারের অপরাপর জীবও মানবের ন্যায় এই ধর্ম্ম বিশিষ্ট। দ্বিতীয় ঐন্দ্রিয়িক ধর্ম্ম। শরীরজ যে ইন্দ্রিয়, আমি সে সকল ইন্দ্রিয়ের কথা বলিতেছি না। ইহা জ্ঞানজ, অনুভূতী ইহাদের ধর্ম্ম, অনুশীলন তাহার উপাদান। অনুশীলন অভাবে এই জ্ঞানেন্দ্রিয় সকল নিস্তেজ হইয়া অবস্থিতি করে, পরে একেবারে নষ্ট হইয়া যায়। এমন মানবো আছে যাহারা

অনুশীলন অভাবে জ্ঞানেন্দ্রিয় হীন হইয়া পশুবৎ হইয়া পড়িয়াছে। জ্ঞানেন্দ্রিয়গণ সৌন্দর্য্য প্রার্থী, এবং ঐন্দ্রিয়িক ধর্ম্মের উদ্দেশ্য তৃপ্তি। এই ধর্ম্ম পশুগণের নাই কিন্তু দেবগণের আছে। দেখ সৌন্দর্য্য বোধ যাহার যত অধিক তিনি তত ঐন্দ্রিয়িক ধর্ম্ম বিশিষ্ট। প্রভাতের বালারুণ-কিরণে নভোমণ্ডলের অপরূপ সৌন্দর্য্য, অথবা সায়াহ্নের স্বর্ণ তপনোদ্ভাসিত প্রকৃতি আলেখ্যের মধুর শোভা সকলেই দেখিতে পায় না, যিনি পান তিনি দেবতা প্রায়। সকলেই গান শুনিতে ভালবাসে না। তারপর তৃতীয় মানসিক ধর্ম্ম। দেখ মন বলিয়া মানবের কোন পৃথক পদার্থ নাই, মন ইন্দ্রিয় সমূহের সমষ্টি মাত্র, যাঁহার জ্ঞানেন্দ্রিয় সমূহ যে পরিমাণে তীক্ষ্ণ তাঁহার মনও সেই পরিমাণে বলবান। মনের ধর্ম্ম উন্নতি, বল সংগ্রহ পূর্ব্বক মন সর্ব্বদাই উন্নতি প্রয়াসী, আর মানসিক ধর্ম্মের উদ্দেশ্য শান্তি। তাই মানব সর্ব্বদাই শান্তিভিখারি। কিন্তু যে দুর্ব্বল তাহার শান্তি নাই, সুতরাং সর্ব্বদাই জ্ঞানানুশীলনে বল সংগ্রহ পূর্ব্বক মনকে দৃঢ় করাই মানবের কর্ত্তব্য।+ এই ত্রিবিধ ধর্ম্ম লইয়াই মানবের ধর্ম্ম। দেবগণ এই ধর্ম্ম আবার ভারতে প্রচার কর গিয়া ; পুরাকালে এই ধর্ম্মই ভারতে প্রচলিত ছিল, কিন্তু কালে অল্পদর্শী মূর্খদের কৌশলে এই সনাতন হিন্দুধর্ম্ম নষ্ট হইয়া, এক্ষণে তথায় এক অভিনব ধর্ম্ম প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। তোমরা চল, আমিও যাইতেছি দুষ্কৃতদের নাশের জন্য ধর্ম্মের পুনঃ সংস্থাপনের জন্য আমাকে আবার অবতীর্ণ হইতে হইবে।

সকলে—কি সুসংবাদ কি সুসংবাদ, জয় জয় জয়—।

+ মন্দ নয় শ্রীকৃষ্ণ এক লেকচারে ধর্ম্মটীকে বিবৃত করে দিলেন।

বঙ্কিম—নারায়ণ ধর্ম্মতত্ত্ব ত বুঝিলাম, কিন্তু সৃষ্টিতত্ত্ব ত বুঝি নাই, দেব? সাধ করিয়া এ নিগড় কেন গড়িয়াছ প্রভু।

শ্রীকৃষ্ণ—(হাসিয়া) বঙ্কিম আবার তুমি সেই বিপুল সমস্যার প্রসঙ্গ তুলিয়াছ। তোমার বিপুল প্রতিভা এ প্রশ্নের উত্তরদানে অক্ষম তাই বুঝি তুমি বড় লজ্জিত আছ কেমন? কিন্তু বঙ্কিম তোমার মত আমিও এ সৃষ্টি রহস্যের সকল তত্ত্ব জানি না। যাহা জানি তাহা তোমাকে অপর এক সময়ে বলিব*। সৃষ্টির কারণ তত্ত্বের কথা ছাড়িয়া দিয়া আজি তোমাকে সৃষ্টির উদ্দেশ্য কি তাহা বলিব। সৃষ্টির উদ্দেশ্য উন্নতি। প্রতি নিয়ত এই বিপুল বিশ্ব সংসার উন্নত হইতে উন্নততর পথে প্রধাবিত হইতেছে, মৃত্যু বা লয় তাহার দ্বার মাত্র। যখন প্রথম প্রলয় জলে তোমাদের পৃথিবী নিমজ্জিত ছিল, তখনকার প্রথম জীব মীন, সেই তোমাদের প্রথম অবতার, সেই জলরাশি মধ্যে নানাবিধ বিপুলকায় মীনেরা উদ্ভুত হয়, পরে যখন প্রাকৃতিক কারণ পরম্পরায় সেই জলরাশি মধ্য হইতে মৃত্তিকার উৎপত্তি হইল—তখন জল ও স্থল উভয় বিহারি কূর্ম্মের আবির্ভাব হইল। কালে মৃত্তিকার উপর অরণ্যশ্রেণী দেখা দিলে অরণ্যচর পশু বরাহের সৃষ্টি হইল, ক্রমেই উন্নততর পশুর সৃষ্টি হইতে লাগিল, পশুরাজ সিংহের আবির্ভাব হইল। কিন্তু পশুরা সকলেই জ্ঞান হীন, আকাঙ্ক্ষামাত্র লইয়া কর্ম্মেন্দ্রিয় সাহায্যে শরীরকে পোষণ করে মাত্র, সে শরীরের যত্ন ও তাদৃশ করিতে পারে না, কারণ শারীরিক গঠন তদ্রূপ নয়। তখন তাহাদের ঐকান্তিক

---

* বড় আশা করিয়াছিলাম, সে আশায় নৈরাশ হইলাম। গূঢ় সৃষ্টিতত্ত্বের কথা আমরা শুনিতে পাইব কি?

কামনার ফলে শরীরের যত্ন করিতে পারে এইরূপ হস্ত পদ বিশিষ্ট কিন্তু জ্ঞান হীন নর সিংহের সৃষ্টি হইল। পরে যথাকালে ঈষৎ জ্ঞানের রেখা মাত্র লইয়া বামন পৃথিবীতে আসিলেন। ক্রমেই মানব-সমাজে জ্ঞানের বৃদ্ধি হইতে লাগিল। যখন রামচন্দ্র পৃথিবীতে আসিলেন, তখনো মানব পশু বলেই বলীয়ান, তখনো জ্ঞানেন্দ্রিয় সমূহ কর্ম্মেন্দ্রিয়-গণকে জয় করিতে পারে নাই, তারপর জ্ঞানের পূর্ণ বিকাশ মানব-সমাজে সম্পাদিত হইল। যেরূপে সেই মহাপুরুষ জ্ঞানের শেষ দুর্গ অধিকার করিলেন, সেরূপ এইরূপ, এ রূপ তোমরা বড় ভালবাস না? তাই এইরূপ কল্পনা করে তোমরা আমাকে আবাহন করেছিলে সুতরাং এই রূপেই আমি তোমাদের কাছে এসে উপস্থিত হয়েছি, নহিলে আমার রূপ নাই। তারপর যে সময়ের কথা বলিতেছি তখনো কিন্তু হিংসা দ্বেষ পশুবলের সাহায্যে রাজত্ব করিতেছিল, জ্ঞানের পূর্ণ বিকাশের পর মানবসমাজে হিংসা দ্বেষ হীন মহাপুরুষের আবির্ভাব হ'ল, তারপর আবার এই জটিল এবং স্থানে স্থানে কুটিল ধর্ম্মের প্রচার হয়েছে, জ্ঞান ও কর্ম্মমার্গ পরিভ্রষ্ট হয়ে সকলে এক্ষণে অদৃষ্টবাদী হয়েছে, সুতরাং আবার পৃথিবীতে জ্ঞানী ও কর্ম্মী মহাপুরুষের প্রয়োজন হয়েছে। তোমরা চল আমিও যাইতেছি। আমি যাইতেছি বলিলাম বলিয়া মনে করিও না আমি প্রকৃতি পরিত্যাগ পূর্ব্বক পৃথিবীতে যাইব। আমি পূর্ণরূপে কখনো অবতীর্ণ হই নাই কখনো হইব না। এই বিপুল বিশ্বের প্রত্যেক অণুতে আমি সর্ব্বদা সংমিশ্রিত আছি। তবে যে মহাপুরুষ প্রবল অনুশীলন দ্বারা জ্ঞানেন্দ্রিয় সাহায্যে মনকে বিপুল বলশালী করিতে পারেন তাঁহার দুর্দ্ধর্ষ মনের নিকট আমার সমস্ত প্রাকৃতিক বল নিয়োগ করিতে হয়, তাই

তিনিই আমি এবং আমিই তিনি। তদ্রূপ মহাপুরুষরূপে শীঘ্রই আমি তোমাদের মধ্যে আবির্ভাব হব। এক্ষণে তোমরা যাও।

(শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্ধান)

ইন্দ্র—ধন্য মানবগণ, তোমাদের অমানুষিক প্রতিভার জয় হউক, আজি তোমাদের ঐকান্তিক যত্নে স্বয়ং ভগবানও পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইতে স্বীকৃত হইয়াছেন, সুতরাং এক্ষণে তোমাদের দুঃখ মোচন হইবে নিশ্চিত। অতঃপর চল নূতন কর্ত্তব্যে ব্রতী হওয়া যাক।

(ফুলমালা হস্তে বঙ্গবালাগণের প্রবেশ)

গীত।

ওলো আয় লো যত কুলবালা—বরণডালা হাতে করে।
শাঁক বাজায়ে উলু দিয়ে—নে লো সবে বরণ করে॥
এসো তপন এসো পবন ইন্দ্র চন্দ্র এসো মদন
এসো হে দেবসেনাপতি—করে নূতন ধনু ধরে।
এসো শচী এস রতি দেবসেনা সাধ্বী সতী
এসো বঙ্গে দয়া করে নব শিক্ষা প্রচার তরে॥
হের দেব দয়ার লেখা পূরবে দিয়েছে দেখা
ধ্রুব পাশে ঊষা হাসে—আশা নাচে সাহস ভরে॥

[সকলের প্রস্থান।]

দশম দৃশ্য—বঙ্গদেশ।

বঙ্গলক্ষ্মীর প্রবেশ।

বঙ্গলক্ষ্মী—কিবা ওই জ্যোতিঃ রেখা,
আকাশের প্রান্ত হতে বঙ্গ মাঝে

এসেছে পড়িয়া। বুঝেছি ও
দেব দয়া। দয়াময় এতদিনে
বুঝি দাসী বলে অভাগীরে
পড়িয়াছে মনে, তব পদাম্বুজে
চির দাসী এ অভাগী, জুড়াও
হৃদয় জ্বালা এবে দয়া করে।

(শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ)

শ্রীকৃষ্ণ—কেন কাঁদ সুলোচনে, কি অভাব
তব, স্বামী তব রাজরাজেশ্বর
আপনি প্রচেত বহে তাঁর পদ রেখা,
দিক পতিগণ দিকে দিকে গায়
তাঁর জয় কীর্ত্তি গাথা, নিজ প্রিয়
পুত্রগণে সতত পাঠান তিনি
তোমার সমীপে তব সুখশান্তি তরে,
তবে দেবী কেন ভাস নয়নের জলে।

বঙ্গলক্ষ্মী—সত্য দেব যা কহিলে, স্বামী মোর
রাজ রাজেশ্বর, মহাবোধ পুত্রগণ
তাঁর সতত যতন করে মোর সুখতরে।
কিন্তু দেব দেখ দেখি চেয়ে
কি দুঃখে যাপিছে দিন আমার বাছারা।
কোথায় সে দিব্যকান্তি হাসি হাসি মুখ,
কোথায় সে উচ্চ হাসি, যাহা কানে

গেলে জুড়ায় মাতার প্রাণ।
কিসের কারণে সতত কাতর ওরা,
দয়াময় তব কাছে কিবা অবিদিত!

শ্রীকৃষ্ণ—কিসের কারণে? দেবী নিয়তির ফলে,
প্রাক্তনের ফল বল কে রোধিতে পারে।
রথ চক্র প্রায় এ সংসারে সুখ দুঃখ
ঘুরিতেছে সদা। আজীবন কার বল
সুখে যায় দেবী, কেবা বল চির দুঃখী।
এবে দেবী তব সুখকাল পুনঃ সমাগত।
হের দেবী তোমারি বাছারা
ধীরে ধীরে নিদ্রাত্যজি উঠিছে বসিয়া।
শুনিতে কি পাও দেবী মেঘ-মন্দ্র স্বরে
কারা গায় নিত্য নিত্য তব দুঃখ কথা,
কারা ওই নবীন সন্ন্যাসী
কামিনী কাঞ্চন ত্যজি সারা দেশ মাঝে
বিরচিয়ে মঠ চাহে দুঃখ হরিবারে।
ধর্ম্মের আসনে বসি তোমারি বাছারা
তুলাদণ্ড ধরি করে করে বিতরণ
ন্যায় ধর্ম্ম ধন্য ধন্য করে দেবকুল।
তারি পাশে দাঁড়াইয়া দেখ ওই দেবী
সরল সত্যের পথ করিতে প্রচার
জলদ গম্ভীরে গায় তোমার বাছারা।

হোথা দেবী পিকবর প্রায় ললিতে
ধরিয়ে তান গাহে মর্ম্ম গাথা
বিমুগ্ধ জগত তাহে। পুনঃ হোথা
দেবী বিপুল বিজ্ঞান শাস্ত্র করি
বিশ্লেষণ প্রকাশিছে নব মন্ত্র।
কত মহারথী, পৃথিবীর শত ভাষা
করি অধিকার বিরচন করিতেছে
তব নব ভাষা। তোমারি তনয়া
হের নব শিক্ষারাশী গৃহে গৃহে
প্রচারিছে। এসব লক্ষণ শুভ,
তবে কেন দেবী
ঝরে নয়নের জল অবিরল তব'।

বঙ্গলক্ষ্মী—শুনিছ কি দেব কত গৃহ হতে
উঠিছে ক্রন্দন রোল; দুধের বাছারা
না জানি কি ভ্রমে পড়ি, কাহার কুহকে,
অনুচিত পথে হের করিছে গমন।
সাধি তব পদে দেব ফিরাও ওদের,
দেখাও সে পথ যে পথে যাইলে
হবে শুভ সকলের।

শ্রীকৃষ্ণ—ভাবিওনা দেবী, দেবগণে ধরা মাঝে
প্রেরিয়াছি আমি সেই পথ দেখাবারে।
সযতনে সবে প্রচারিবে বঙ্গমাঝে

জ্ঞান ধর্ম্ম কথা। মহা কর্ম্মী
সপত্নী তনয় তব সব, কর্ম্ম শিখি
তাঁহাদের কাছে, পুনঃ জ্ঞান ধর্ম্মবলে
জাগিবে বাঙ্গালী। ভূগর্ভে
প্রোথিত স্বর্ণ রৌপ্য আদি সব
অন্ধকার খনি হতে মণি আহরিবে।
গহন কানন কাটি, গিরি সানুদেশে
রচিবে উদ্যান শ্রেণী, ফল ফুল
লোভে দেশ দেশান্তর হতে আসিবেক
অলি। রচিয়ে অদ্ভূত যান,
জলে স্থলে অন্তঃরীক্ষে ভ্রমিবে কৌশলে
এই সে প্রশস্ত পথ,
এই পথে যেতে সপত্নী তনয়ে তব
নেতা পদে বরি দেবগণ
লয়ে যাবে বঙ্গ বীরগণে।
তবে দেবী দূরে যাবে ও ক্রন্দনধ্বনি।
আবার হাসিবে বঙ্গ বিমল পুলকে॥

যবনিকা পতন।

সমাপ্ত।